চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি



শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

ভারতী বুক স্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট • কলিকাতা - ৯

॥ প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৯ ॥

মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি

গ্রন্থ-পরিচিতি

বৈষ্ণব সাহিত্যের বোদ্ধারূপে পাণ্ডিত্য এবং রসবোধ উভয়ের জন্যই শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সর্বজন পরিচিত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর তিনি যে একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া সুখী হইলাম। উভয় কবির পদ হইতে মোট ১৩১টি পদ নির্বাচিত হইয়াছে। পদগুলি সুনির্বাচিত; সঙ্কলয়িতা কতকগুলি পদের সঙ্গে যে ব্যাখ্যাত্মক সরল অনুবাদ দিয়াছেন তাহা পদগুলির আস্বাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আশা করি সঙ্কলনটি জনপ্রিয় হইবে।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

২০।৮।৬২

উৎসর্গ

বৈষ্ণব সাহিত্যের

রস-পিপাসুদের

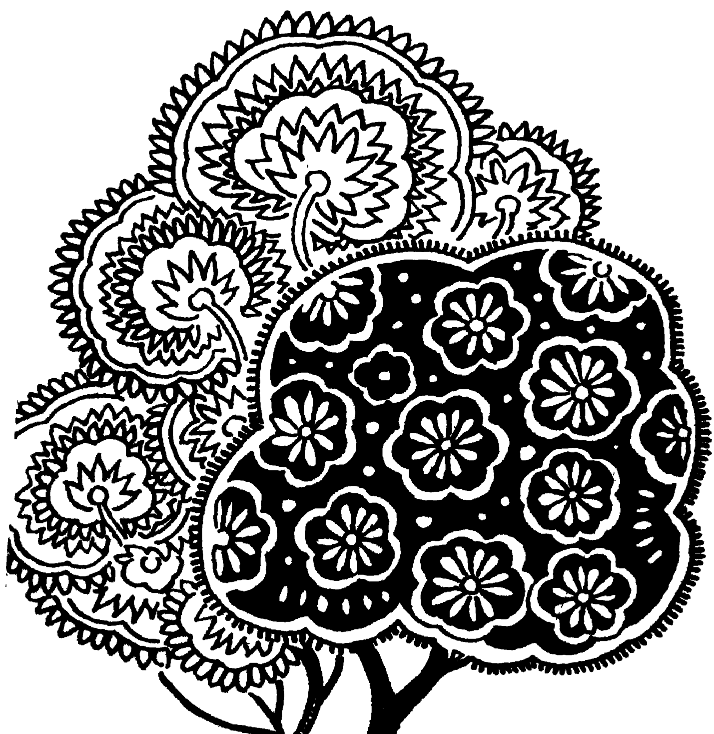
হাতে

প্রকাশকের কথা

বৈষ্ণব সাহিত্য মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং অতলস্পর্শী সমুদ্রের ন্যায় গভীর। বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ভাবাবেগ বাঙালীকে অভিভূত করে প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। বাঙলা সাহিত্যে পদাবলীরসে রসিকজনের সংখ্যা অগণিত। বৈষ্ণব পদাবলী এতই জনপ্রিয় যে একে শুধু "পদ" বললেই অনেকেই বুঝতে পারেন। এই রসিকগণের জন্যই আমরা বর্তমান সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছি। আমাদের এই চেষ্টার সাফল্য সুধী পাঠকগণের উপর নির্ভর করে।

বিনীত—

প্রকাশক





শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

১

শ্রীরাধার উক্তি

(নাম শ্রবণে)

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানিয়ে কত মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি ধরম কৈছে রয় ॥

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কুলবতীর কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

সই, শ্যাম নাম কে শুনাইল? (নাম) কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল, আমার প্রাণ আকুল করিল। জানি না শ্যাম নামে কত মধু আছে, বদন ছাড়িতে পারে না। নাম জপ করিতে করিতে (আমাকে) অবশ করিল, কেমন করিয়া (কোন্ উপায়ে) তাহাকে ভুলিব? যাহার নামের প্রতাপে (আমাকে) এমন করিল, (তাহার) অঙ্গস্পর্শে না জানি কি হইবে! যেখানে সেই নামের বাস, অর্থাৎ নামের আধার-ভূত সেই যে ব্যক্তিটি, তাহাকে চক্ষে দেখিয়া (আমার) যুবতীধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পাইবে? (তাহাকে) ভুলিতে চাই, ভোলা যায় না, কি করিব, কি উপায় হইবে? দ্বিজ চণ্ডিদাস বলিতেছেন—(সেই শ্যাম) কুলবতীর কুল নাশ করে, আপনার যৌবন যাচায় (কুলবতীগণকে যাচিয়া সাধিয়া যৌবন দানে বাধ্য করে)।

২

শ্রীরাধার উক্তি

(চিত্রপট দর্শনে)

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥

হরি হরি এমন কেন বা হল।
বিষম বাড়ব অনল মাঝার
আমারে ডারিয়া দিল ॥
বয়স কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডিদাসে শ্যাম-নবরসে
ঠেকিলে রাজার ঝি ॥

আমি অবলা, অকপটহৃদয়া, ভালমন্দ জানি না। বিশাখা বিরলে বসিয়া পটে তাহার মূর্ত্তি লিখিয়া আমাকে আনিয়া দেখাইল। হরি হরি! কেন এমন হইল? আমাকে বিষম বাড়বানলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাঁহার কিশোর বয়স, মনোহর বেশ, রূপ অতি সুমধুর। দেখিলে নয়নযুগল শীতল করে, এমনই গভীর রসের আধার। নিজ পরিজন কেহ আপনার নয়, (নহিলে বিশাখার) বচনে বিশ্বাস করিয়া সেই (পট-লিখিত) মূর্ত্তির পানে চাহিতেই বুক বিদরিয়া মরিতেছি। ছাড়াইতে চাই, চিত্ত হইতে সরানো যায় না (সে একদণ্ড আমার মন হইতে সরিতে চাহে না), এখন কি করিব? চণ্ডিদাস বলিতেছেন—ওগো রাজকন্যা, শ্যাম-নবরসে ঠেকিলে (শ্যামের প্রেমে পড়িলে)।

শ্রীরাধার উক্তি

(সাক্ষাৎ দর্শন)

সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন   হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে॥
গোকুল নগরী মাঝে   কত যে রমণী আছে
তাহে কোন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি   যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকা চম্পক দামে   চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে   সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥
সে কিরে চূড়ার ঠাম   কেবল যেমন কাম
নানা ছান্দে বাঁধে পাক মোড়া।
সে শিরে বেলনী জালে   নবগুঞ্জা মণিমালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥
পায়ের উপর থুয়ে পা   কদম্বে হেলান গা
গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়   না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা॥

সখি, যমুনার কূলে কি দেখিলাম! ব্রজকুলনন্দন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় তরুমূলে দাঁড়াইয়া আমার মন হরণ করিল। গোকুল

নগরী মাঝে আরো তো কত রমণী রহিয়াছে, (কুলরক্ষায়) কাহারো কোন বাধা ঘটিল না। আমি (আমার) নির্ম্মল কুল কত যত্নে রক্ষা করিতেছি—বাঁশী কেন (আমারই নাম ধরিয়া) রাধা রাধা বলিয়া ডাকে? মল্লিকা চম্পক দাম জড়ানো বামে টলানো চূড়ায় ময়ূরের পাখা শোভিতেছে। সুন্দর সৌরভ পাইয়া আশেপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লক্ষ লক্ষ অলি তাহাতে উড়িয়া পড়িতেছে। সে চূড়ার কি ভঙ্গী, যেন সাক্ষাৎ কাম, নানা ছান্দে বেড় দিয়া বাঁধা, তাহাতে নবগুঞ্জা ও বিবিধ মণি-মালার বেলনী জাল, আবার তাহাতে (বায়ুভরে আন্দোলিত) জড়ানো চঞ্চল ময়ূর-চন্দ্রিকা। (শ্যাম) পায়ের উপর পা দিয়া দেহ কদম্বে হেলাইয়া (দাঁড়াইয়া) আছে, গলে মালতীর মালা দুলিতেছে। দ্বিজ চণ্ডিদাস বলিতেছেন—কালা বড় রসের নাগর, (কিন্তু) পরিচয় হইল না।

৪

শ্রীরাধার উক্তি

(সাক্ষাৎ দর্শন)

দেখিনু সে শ্যামে জিনি কোটি কামে
বদন জিতল শশী।
ভুরুর ভঙ্গিমা লোচন গরিমা
হাসি পড়ে সুধা খসি॥
সই এমন সুন্দর কান।
হেরি সে মূরতি সতী ছাড়ে পতি
তেয়াগিয়া লাজ মান॥

অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার ।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে লোম লতাবলি
নাগিনী আকার শোভা ।
উরুর বলনি রাম কদলী জিনি
তমাল জিনিয়া আভা ॥
চরণ নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায় ।
চণ্ডিদাসের হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

৫

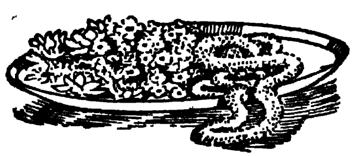
শ্রীরাধার উক্তি

(সাক্ষাৎ দর্শন)

শ্যামের বদন ছটার কিবা ছবি ।
কোটি মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদইছে যেন শশী রবি ॥
কিবা সে শ্যামের রূপ সুধাময় রসকূপ
নয়ন জুড়ায় যাহা চাইয়া ।
হেন মোর মনে লয় যদি লোকভয় নয়
কোলেতে করিয়ে যাইয়া ধাইয়া ॥

তরুণ মুরলী মোরে করিল পাগলী গো
রহিতে না দিল আর ঘরে।
সবারে বলিয়া আমি বিদায় হইয়া যাব
কি মোর করিবে সোদর পরে॥
ধরম করম সব দূরে তেয়াগিল গো
মরমে লাগিল মোর যে।
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে আপন পরাণে গণি
বুঝিয়া করিবে সখি সে॥

শ্যামের বদনছটার কি সৌন্দর্য্য। শ্যামের তনু কোটি মদন-বিজয়ী, যেন একসঙ্গে শশী ও রবি উদিত হইয়াছে। (সেই রূপছটায় চন্দ্রের শীতলতা আর সূর্য্যের উজ্জ্বলতা এক সঙ্গে বিরাজিত।) কেমন সে শ্যামের রূপ, যেন সুধাময় রসের কূপ, যাহা দেখিয়া নয়ন জুড়ায়। এমনই আমার মনে হয়, যদি লোকভয় না থাকে, ধাইয়া গিয়া কোলে করি। তরুণ মুরলী আমাকে পাগলী করিয়াছে, আর ঘরে রহিতে দিল না। আমি সকলকেই এই কথা জানাইয়া বিদায় হইয়া (গৃহত্যাগ করিয়া) যাইব। আমার সোদরে বা অপরে—নিজ পরজনে কে কি করিবে? যেমন আমার মনে বুঝিলাম—ধর্ম্মকর্ম্ম সব দূরে ত্যাগ করিলাম। দ্বিজ চণ্ডিদাস বলিতেছেন—সখি, আপন মনে গণিয়া (যে যেমন বুঝিবে) সে সেইরূপ করিবে।



৬

শ্রীরাধার উক্তি

(সাক্ষাৎ দর্শন)

জলদবরণ দলিত অঞ্জন
উদইছে সুধাময়।
নয়ন চকোর পিতে উতরোল
নিমিখে লখিল নয়॥
সই শ্যামের রূপ দেখিনু যাইতে জলে।
গোকুল নাগরী হইয়াছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চলনি ভুবনভুলনি
দোলনি গলের মাল।
মধুর লোভেতে ভ্রমরা বুলয়ে
বেড়িয়া তঁহি রসাল॥
দুইটি নয়ান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে
যৌবন সহিতে টানে॥
চণ্ডিদাসে কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল
কি আর কুল-বিচার॥

শ্রীরাধার উক্তি

(সাক্ষাৎ দর্শন)

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনাইল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
কানড় কুসুমে কেবা শুষম করেছে রে
তেমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা কদলী রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডিদাস দেখে যুগ যুগ॥

সুধা ছানিয়া কে ওই সুধা ঢালিয়াছে, তেমনি শ্যামের চিকণ দেহ। কাজল নিন্দিয়া কে খঞ্জন (নর্ত্তনশীল আঁখির কৃষ্ণ

তারকা) আনিল ? চাঁদ নিঙাড়িয়া কে (বদনের) সৌন্দর্য্যের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিল ? বিম্বফল জিনিয়া কে ওষ্ঠ গড়িল ? করিশুণ্ড জিনিয়া তাহার বাহুদ্বয়, শঙ্খ জিনিয়া কণ্ঠ, কোকিল জিনিয়া কণ্ঠস্বর। হরিদ্রা মাখাইয়া কে পীত বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই রঙে রঞ্জিত তাহার পীত বসন। পাষাণকে বিস্তৃত করিয়া কে তাহাতে রত্ন বসাইল, এমনি বক্ষের শোভা। কানড় কুসুমকে কে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে, তেমনি দেহকান্তি। অর্দ্ধস্থালীর উপরে কে (উল্টা) কদলী রোপণ করিল, ঐরূপ যুগল উরু। অঙ্গুলি উপরে দর্পণ (নখসমূহ) কে বসাইল ? চণ্ডিদাস যুগ যুগ দেখিতেছেন।

৮

সখীর উক্তি

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইস যাও।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চাও॥
রাই কেন বা এমন হৈলে।
গুরু দুরুজনে ভয় না মানহ
কোথা বা কি দেবা পাইলে॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি
ভূষণ খসাইয়া পর॥

বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী
আর তাহে কুলবালা।
কিবা অভিলাষে বাড়াইলে লালসে
না বুঝি তোমার ছলা॥
তোমার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলে চান্দে।
চণ্ডীদাসে কয় করি অনুনয়
ঠেকিলে কালিয়া ফান্দে॥

৯
সখীর প্রতি সখীর উক্তি

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডিদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥



১০

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
তবহুঁ উদিত ভেল॥
সই এমন আর দেখি নাই নারী।
রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন সে চাহনি
গলায় মোতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায়ে কখন
সঘনে ঝাঁপয়ে তাই॥

বার

মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারানু তনু ॥
চলন ভঙ্গি অতি সুরঙ্গি
জীবনে পৈঠল মোর।
অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোড় ॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
বিঁধিল বাণ যে মার ॥
জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন হরিল মোর।
চণ্ডিদাস কয় ব্যাধি কিছু নয়
দেখিয়া হইলে ভোর ॥

১১

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ মদন রঙ্গ
হসিত বদনে চায় ॥

সই কেমন মোহিনী সেহা।
যদি পাখা পাই পাখী হইয়া যাই
তা সনে করিয়ে লেহা॥
ললিত আকার মুকুতার হার
শোভিত দেখিয়ে ভালে।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চাঁদেরে বেড়িয়া জ্বলে॥
কুচমণ্ডলী কনক কটোরি
বনাইল অনুপ ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডিদাস কয় মনে করি ভয়
কি জানি মাগিবে তায়।
যে ধন মাগিয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায়॥

১২

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

রমণীর মণি পেখিনু আপনি
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই চাহনি মোহিনী থোর।
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল
রূপের নাহিক ওর॥

বদন ছান্দ মোহন ফান্দ
ঝুরি ঝুরি কাম কান্দে।
কেশের আগ চলয়ে নাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর সে করচে থুইয়া।
দেখি লোভ হয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগিল মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন নাগিনী থোয়॥
দশনের কাঁতি মুকুতার পাঁতি
হাসিতে উগারে শশী।
পরাণ পুতলি হইল পাগলি
মরমে রহল পশি॥
শূন্য যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডিদাস কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥



১৩

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বেলি অসকালে দেখিলাম ভালে
পথেতে যাইছে সে।
জুড়াল কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে ॥
সই রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসন শোভা
পাসরিতে নারি তারে ॥
বাম অঙ্গুলিতে মুদরি সহিতে
কনক মুকুর হাতে।
সিঁথায় সিন্দূর নয়নে কাজর
মুকুতা শোভিত মাথে ॥
নীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সঁপিনু চরণে
হইব তাহার দাস ॥
কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা
চলন কুঞ্জর গতি।
কোন ভাগ্যবানে পায়াছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি ॥

চণ্ডিদাস কয় যুবতি সে নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয় ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে ॥

১৪

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণাকার ॥
সই কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
মরমে রহল পশি ॥
গলার উপর মণিময় হার
গগনমণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি কনক গাগরি
উলটি পড়য়ে মেরু ॥
উরু যে লক্ষিত কাম যে স্তম্ভিত
হেরিয়া নিতম্ব তার।
চরণের কূলে হেরিয়া দুকূলে
জলদ শোভিত ধার ॥
কহে চণ্ডিদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
আনি দিল কোন জনে ॥

সতের

১৫
মিলনের পূর্ব্বে শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

রাইমুখে শুনলহি ঐছন বোল।
সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল ॥
তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ।
কৈছে আছয়ে কভু না বুঝল এহ ॥
তুঁহু কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভই গেল ॥
ঐছে বিচার করত যাহাঁ রাই।
তুরিতহি এক সখী মিলল তাই ॥
এ ধনি পদুমিনী কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান ॥
চণ্ডিদাস কহে বিধুমুখী রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই ॥



১৬

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

সে যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝিয়ে চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডিদাসে গায়॥





১৭

শ্রীরাধার উক্তি

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে তার চিতে তাহাই করি
স্বতন্তরী নই॥
তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তাহার মত মোরে করি
সে মোর মত হইল॥
তুমি যে আমার প্রাণের অধিক
তেঁই সে তোমায় কাহ।
এই যে কাজ কহিতে লাজ
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের বশ হইয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডিদাস কহয়ে ভাব
বালাই লইয়া মরি॥

১৮

শ্রীরাধার উক্তি

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন করে কত দেই কোল॥
করে কর ধরিয়া শপথি দেই মোরে।
পুন দরশন চাহি কত চাপে কোরে॥
পদ আধ যায় পিয়া চাহে উলটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
নিগূঢ় পিয়ার প্রেম আরতি করু বহু।
চণ্ডিদাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহু॥

১৯

শ্রীরাধার উক্তি

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও॥
এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঁয়াই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হইলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর যেন প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।
বড়ু চণ্ডিদাস কহে সব পরমাণ॥

২০

পরস্পর সখ্যুক্তি

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় রে মরিয়া॥
জল বিনে মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদে কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
দুগ্ধে আর জলে প্রেম কিছু রহে স্থির।
উথলি উঠিলে দুগ্ধ জল পাইলে ধীর॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডিদাস কহে॥



অভিসার

২১

শ্রীরাধার উক্তি ॥ দূতীর প্রতি ॥

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে ।
গমন বিরোধ হইল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভাতি ।
নিজপতি সম্ভাষিতে গেল আধরাতি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে রাতি আজিকার ।
তবে ত পাইব আমি বঁধুরে আমার ॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ ।
সেদিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডিদাস বলে তুমি না ভাবিহ চিতে ।
সহজ এ কথা বটে কেন পাও ভীতে ॥



শ্রীরাধার উক্তি ॥ দূতীর প্রতি ॥

কহিও তাহার ঠাঁই   যেতে অবসর নাই
অফুরাণ হলো গৃহ কাজে ।
শাশুড়ী সদাই ডাকে   ননদী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে
সজনি কোপ করেন দুরন্ত ।
গৃহকর্ম্ম করি ছলে   বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥
ও কুলে বিচ্ছেদ ভয়   এ কুলে নহিলে নয়
সুসারিতে নিশি গেল আধা ।
আসিয়া মদন সখা   হেন বেলে দিল দেখা
কহ দূতী কি করিবে রাধা ॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি   বেড়াইতে চাহে পাখী
তার হইল আকুল পরাণ ।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়   আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বরকান ॥





বিপ্রলব্ধা

২৩

শ্রীরাধার উক্তি

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলিব বঁধুর সনে॥
পথপানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডিদাস ভণে॥



২৪

শ্রীরাধার উক্তি

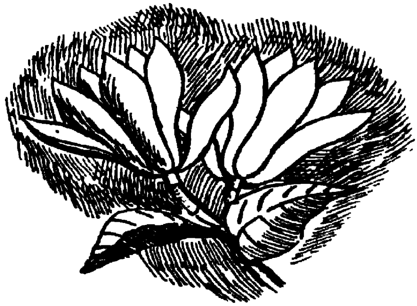
দুয়ারের আগে　　ফুলের বাগ
কিসের লাগিয়া রুইনু।
মধু খাই খাই　　ভ্রমর মাতল
বিরহ জ্বালায় মৈনু॥
জুই রুইনু　　জাতী রুইনু
রুইনু সুগন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে　　নিন্দ না আইসে
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
কুসুম তুলিয়া　　যতন করিয়া
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায়　　কাঁটা ফুটে গায়
রসিয়া নাগর বিনে॥
আপনা খাইয়া　　সখীর বচনে
তা সঞে করিনু প্রেম।
চণ্ডিদাস কহে　　কানুর পিরীতি
যেন দরিদ্রের হেম॥



২৫

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখীর প্রতি ॥

উহার নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥
এনে চন্দ্র হাতে দিলে যখন উহার ছিল কাজ।
এখন উহার অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ ॥
কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলী আদেশে।
উহার সনে লেহা করে তনু হইল শেষে ॥





২৬

শ্রীরাধার উক্তি ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥

আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর ॥
বদন কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত ॥
না এস না এস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম হামারি ॥
চণ্ডিদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥



কলহান্তরিতা

২৭

শ্রীরাধার উক্তি

কেনে বা কালাকে আমি উপেখি আইলুঁ ।
হাতের রতন কেনে পায়ে ফেলাইলুঁ ॥
সুধা পিবইতে গেলুঁ ডুবিলাম বিষে ।
হিয়া দগদগি হইল জুড়াইব কিসে ॥
চন্দন তরুর গাছ সেবিলাম ভালে ।
অমিয়া বিরিখ ফল হইল গরলে ॥
কি জানি কপালে মোর এমতি আছিল ।
চণ্ডিদাসে বোলে সেই উদয় করিল ॥

[পিবইতে—পান করিতে । অমিয়া বিরিখ—অমৃতবৃক্ষ ।]



২৮

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আওল কানুক পাশ॥
কহই না পারই সকল সংবাদ।
গদগদ কহইতে করই বিষাদ॥
নাগর শুনিয়া অছু বাণী।
কহ সখি কি করয়ে কমলনয়ানী॥
চল চল নাগর শিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥
চণ্ডিদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥

[অছু বাণী—এইরূপ কথা। ঝাট—শীঘ্র।]



শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন

২৯

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

ও বোল না বোল মোরে।
না দেখিলে মুখ যত হয় দুখ
কে আছে কহিব কারে॥
ঘর নহে মোর সব দেখি পর
যখন না থাক কাছে।
দরশ লালসে চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে॥
দণ্ডাইয়া থাকি যদি বা না দেখি
মনের দুখেতে মরি।
কি জানি কি খেনে হঞাছিল দেখা
তিলে পাসরিতে নারি॥
নহিলে সে নয় তেঞি ঘর করি
পরাণে পরাণ বান্ধা।
জাতি কুল শীল পতি পরসঙ্গ
সকলি লাগয়ে ধান্ধা॥

উরে কর ঘাতি কহিব সভাতে
তুমি মোর প্রাণপতি।
যা বিনে যাহার না রহে জীবন
সেই তার কুল জাতি ॥
বাউক কুরব দেশে দেশে সব
তাহাতে বান্ধ্যাছি বুক।
চণ্ডিদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ ॥

[বেয়াকুল—ব্যাকুল। নাছে—বহির্দ্বারে, সদর দরজায়। তেঞি—সেজন্য। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। উরে কর ঘাতি—বুকে করাঘাত করিয়া। কুরব—কলঙ্ক রটনা।]

৩০

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে চিতে মোর কিছুই না ভায় ॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ॥
নিশি দিশি তোমায় বন্ধু পাসরিতে নারি।
চণ্ডিদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি ॥

[ভায়—ভাল লাগে। ভরমে—ভ্রমে। দরবয়ে—গলিয়া যায়।]

৩১

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়ে মোর কলঙ্ক সাগর॥
পর্ব্বত সমান কুলশীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥
নব রে নব রে নব নব ঘন শ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি আমার প্রাণ বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥
যে কর সে কর বঁধু সেই মোর সহে।
বাশুলী আদেশে বড়ু চণ্ডিদাস কহে॥



৩



আক্ষেপানুরাগ

৩২

শ্রীরাধার উক্তি ॥ প্রিয় সম্বোধনে ॥

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
খাইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে ॥
মো যদি জানিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগের আধের আধ ॥

যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডিদাস কহে এমনি পিরীতি
করয়ে সুজন সনে ॥

৩৩

শ্রীরাধার উক্তি ॥ প্রিয় সম্বোধনে ॥

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর রীতি।
আমি ত দুখিনী হইনু কলঙ্কিনী
করিয়া তো সনে প্রীতি ॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা না যায় কহনা
পরাণে সহিয়ে যত ॥
অনেক সাধের পিরীতি তোমার
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিয়ে
এমতি মনে সে লয় ॥
চণ্ডিদাস গীতি পিরীতি এমতি
শুন গো বড়ুয়ার ঝি।
পিরীতি বিচ্ছেদ হইল বিপদ
তাহার জীবন কি ॥

শ্রীরাধার উক্তি ॥ বংশী নিন্দনে ॥

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশীয়া নাগরে।
কুলছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হইল মোরে ॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রৈতে নারি ঘরে।
মরণ সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে ॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুলব্রত না করিহ ভঙ্গ ॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা।
মরমে মরম ব্যথা নাহি জানে কালা ॥
কালা কালা বলি দোষে জগতের জনে।
চরণে শরণ নিলাম জীবনে মরণে ॥
চরণে শরণ নিলাম না বাসিও ভিন।
একে ত অবলা জাতি পরের অধীন ॥
নিরমল কুল ছিল তাহে দিনু কালি।
হাথে তুলি মাথে নিলুঁ কলঙ্কের ডালি ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশীয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি ॥



৩৫

শ্রীরাধার উক্তি ॥ বংশী নিন্দনে ॥

বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লইয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হা রে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান্ ॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডিদাস সব নাটের গুরু কালা ॥

[কহিল না হয়—বলা যায় না। নিশান—সঙ্কেত।]

৩৬

শ্রীরাধার উক্তি ॥ বংশী নিন্দনে ॥

কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি কুল প্রাণ নিলে বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সভারি সুলভ বাঁশী আমার হৈল কাল ॥
আর মোর মন নাহি রহে গৃহকাজে।
দিবানিশি কাঁদি আমি মরি লোকলাজে ॥
অন্তরে কঠিন বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধরসুধা উগারে গরল ॥

যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি তার লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস কহে বংশী কি করিবে।
আপন করম লেখা দোঁষ কারে দিবে॥
[পিবয়ে—পান করে। উগারে—উদ্‌গার করে।]

৩৭

শ্রীরাধার উক্তি ॥ স্বগত কথনে ॥

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই পদ কানুপথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম না লইব লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
তার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্‌ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
চণ্ডিদাস বলে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে মানি পুছ॥



৩৮

শ্রীরাধার উক্তি ॥ স্বগত কথনে ॥

অমিঞা আনিঞা খাইলুঁ দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া ॥
তিতায় তিতিল দেহ মিঠ গেল কেন।
জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িছে পরাণ ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সব লোকে।
অন্তরে জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥
পাপ দেহে তাপ হৈল ঘুচিবেক কিসে।
কানু পরশিলে যাএ কহে চণ্ডিদাসে ॥

[অমিঞা—অমৃত।]

৩৯

শ্রীরাধার উক্তি ॥ স্বগত কথনে ॥

কেন বা পিরীতি কৈলুঁ কালা কানুর সনে।
ভাবিতে অসার তনু জারিলেক ঘুণে ॥
কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি ॥
না রুচে ভোজন পান তেজিলুঁ শয়নে।
বিষ মিলাইল যেন এ ঘর করণে ॥
ঘরে গুরু দুরুজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কানু লাগি ॥
আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডিদাস মিলিবে এথাই ॥

[জারিলেক—জীর্ণ করিল। আগি—আগুন।]

৪০

শ্রীরাধার উক্তি ॥ স্বগত কথনে ॥

কেন বা কানুর সনে নেহা বাড়াইলুঁ।
না ঘুচে দারুণ নেহা ঝুরি ঝুরি মইলুঁ ॥
ঘরে জ্বালা সহিতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন বিষাল যেন বুকে খাইল সাপ ॥
জনম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
দিবানিশি মন মোর কানু লাগি ঝুরে ॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু নেহার হয় স্বতন্ত্র আচার ॥
করমের দোষ এই জনমে কি করে।
কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলীর বরে ॥

[নেহা—স্নেহ, প্রেম। ঝুরি ঝুরি—কাঁদিয়া কাঁদিয়া। **বিষাল**—বিষাক্ত।

৪১

শ্রীরাধার উক্তি ॥ স্বগত কথনে ॥

ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী দেহ।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ ॥
এ পাপ কপালে বিহি এহি যে লিখিল।
সুধার সায়র মোর গরল হইল ॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভেদিয়া কেন উঠিল হিয়ায় ॥

শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পিরীতি অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিএ যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
চণ্ডিদাস কহে দৈব গতি নাহি জান।
পিরীতি অমিয়া রসে বধএ পরাণ॥

[নেহ—প্রেম। বিহি—বিধি।]

৪২

শ্রীরাধার উক্তি ॥ স্বগত কথনে ॥

জনম গোঁয়ানু দুখে কত না সহিব বুকে
কার আশে নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলশীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কুলে দিলু তিলাঞ্জলি গুরু দিঠে দিনু বালি
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু হৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু এমত হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভালমন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঁই ত অনলে পুড়ে মরে॥

বড়ু চণ্ডিদাসে কয়　　প্রেম কি অনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ　　এমতি দারুণ নেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

[গোঁয়ানু— কাটাইলাম।　ভখিব—খাইব।　দিঠে—চোখে।]

৪৩

শ্রীরাধার উক্তি॥ স্বগত কথনে॥

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেত ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুগতি কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥



শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখী সম্বোধনে ॥

হাহা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জারে ॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যথা গেলে কানু পাঙ তথা উড়ি যাঙ ॥
হেদেরে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী ॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বইরি হৈল কালা ॥
অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডিদাস কহে ধনি এমতি না বল ॥

[জারে—দগ্ধ করে। সোয়াথ—সোয়াস্তি, শান্তি। বইরি—বৈরি, শত্রু।]

৪৫

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখী সম্বোধনে ॥

তাহারে বুঝাঙ সই পাঁও তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বুকে লাগে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা থাকি দুখ বাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আমি কালা কানুর কথা ॥

যত দূর যায় আঁখি তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণ ভাগী যথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডিদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥

[পাঁও—যদি পাই। আগি—আগুন।]

৪৬

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখী সম্বোধনে ॥

এক জ্বালা ঘরে হৈল আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল প্রাণ সারা হৈল তনু॥
কোথা বা যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি আছে ঔষধে।
জগত ভরিল এই কানু পরিবাদে॥
লোকমাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আগেতে করি কহে চণ্ডিদাসে॥

[যাবে পরতীত—বিশ্বাস করিবে। জারিলেক—দগ্ধ করিল।]



৪৭

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখী সম্বোধনে ॥

এ দেশে নহিল বাস যাব কোন দেশে।
যার লাগি কান্দে প্রাণ তারে পাব কিসে॥
বোল না উপায় সই বোল না উপায়।
জনম হইতে দুখ রহিল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রহিবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডিদাসে॥

৪৮

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখী সম্বোধনে ॥

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সদাই শুনিতে পাই
কানে কানে কহে শুনা কথা॥
দারুণ লোকে দেয় মোকে কালা পরিবাদ।
তাহার বরণ ভ্রমে জলদ শ্যামের সনে
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি তুলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যেখানে সেখানে থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থুই কাণে॥

বড়ু চণ্ডিদাস কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা ।
দেখিতে দেখিতে হরে তনুমন চুরি করে
না চিনিয়ে কালা কিম্বা গোরা ॥

[কানড় কুসুম—একজাতীয় কাল ফুল ।]

৪৯

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখী সম্বোধনে ॥

কাল জল ভরিতে কালিয়া পড়ে মনে ।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ আউলাইয়া বেশ নাহি করি ।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥
আলো সই শুন মুই গণিলুঁ নিদান ।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥
মনের মরম কথা মনে সে রহিল ।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল ॥
চণ্ডিদাস কহে রূপ শেলের সমান ।
বাহির না হয় শেল দগধে পরাণ ॥



৫০

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখী সম্বোধনে ॥

হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়ন কোণে।
তবু সে সজনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে ॥
হাম অভাগিনী পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি পুড়িছে পরাণী
ঠেকিয়া পিরীতি রসে ॥
অনুখন মন করে উচাটন
মুখে নাহি সরে কথা।
চণ্ডিদাসের মন অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥

[মরম···ব্যথা—অন্তরের পিরীতির কথা বুঝে না, শুধু ধর্ম্মের উপদেশ দেয়, তাহাতে মনে আরও দুঃখ হয়।]

৫১

শ্রীরাধার উক্তি ॥ দূতী সম্বোধনে ॥

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল অন্তরে ব্যথা ।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা ॥
শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল ।
সে ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল ॥
বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে ।
করিনু আহার করহ বিচার
এ বধ কাহারে লাগে ॥
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে ।
জলের শফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে ॥
জলদ নেহারি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পশারিল আশে ।
বারিদ বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥

ক্ষীর লাড়ু করি বিষ মাখাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকট মরণ ভেল॥
যখন আছিল সুদিন আমার
তখন আছিল কোলে।
এবে করি সাধ দেখিতে না পাই
হারাইনু করম ফলে॥
লাখ হেম পাইয়া যতনে বাঁধিতে
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপবিধি
দ্বিজ চণ্ডিদাস বলে॥

[গাগরি—কলসী। শফরী—পুঁটি মাছ। চঞ্চু—ঠোঁট। বারিদ—মেঘ। কুলিশ—বজ্র। ভেল—হইল। হেম—সোণা।]

৫২

শ্রীরাধার উক্তি॥ বিধাতা গঞ্জনে॥

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হইয়া যাই
না দেখাই এ পাপ মুখ॥
সই বিধি দিল মোকে শোকে।
পিরীতি করিয়া আশা না পূরিল
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥

উনপঞ্চাশ

হাম অভাগিনী তাতে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শোনা॥
বিধাতা শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডিদাসে কয় এমতি হইলে
পিরীতি কিসের সুখ॥

৫৩

শ্রীরাধার উক্তি॥ পিরীতি গঞ্জনে॥

সই কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥

হাম অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
সদাই ঝরয়ে আঁখি।
চণ্ডিদাস কহে যেমতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি॥

৫৪

শ্রীরাধার উক্তি॥ পিরীতি গঞ্জনে॥

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল ফিরা॥
পরশ পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুই অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইলুঁ এতেক শোকে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমতি না হয় কারে।
এ পাপ পড়শী ডাকিনী সদৃশী
সকলে দোষয়ে মোরে॥

গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত ॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডিদাসে
সুখ সে পাইবে কোথা ॥

[নান্নুর—বীরভূম জেলার একটি গ্রাম। ঐ গ্রামে চণ্ডিদাস বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন।]

৫৫

শ্রীরাধার উক্তি ॥ পিরীতি গঞ্জনে ॥

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া যতনে খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে ॥
সই এ কথা কহিব কারে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে ॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
অতুল সুখের শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥

বাহাদ

কপট পিরীতি আরতি বাঢ়ালুঁ
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায় কুলের খাঁখার
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মৈলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
বাউলি হইয়া গেলুঁ॥
এমন পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম সুখ দুখময়
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়॥

[তিতিল—ভিজিল, ভরিল। দে—দেহ। আরতি—আসক্তি, আকর্ষণ। চরচায়—চর্চ্চায়, আলাপে। খাঁখার—কলঙ্ক। বাউলি—পাগলিনী।]

৫৬

শ্রীরাধার উক্তি॥ পিরীতি গঞ্জনে॥

পিরীতি সুখের দেখিয়া সায়ের
নাহিতে নামিনুঁ তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥

দেখিতে সুন্দর প্রেম সরোবর
সুখময় তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
ঘরে গুরু জ্বালা জলের সিহালা
পড়শী জীয়ল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
চণ্ডিদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঞি ॥

[সায়ের—সাগর। বায়—বাতাস। সিহালা—শেওলা। পড়শী—প্রতিবেশী। জীয়ল—জীবন্ত (অর্থাৎ যাহারা শরীরে অনবরত ঠোকর মারিতে থাকে)। ছানিয়া—ছাঁকিয়া।]



৫৭

শ্রীরাধার উক্তি ॥ গুরুজন গঞ্জনে ॥

ভাদরে দেখিনু নঠ চান্দে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে ॥
কত আছে যুবতী গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর যে কপালে ॥
সোআমী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কথা কয় দারুণ শাশুড়ী ॥
ননদী দেখয়ে চৌখের বালি।
শ্যাম নাগর তোলাই সদাই পাড়ে গালি ॥
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস পুন কয়।
পরের বচনেঁ কি আপন পর হয় ॥

[ভাদরে ইত্যাদি—ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্র দেখায় আমার কপালে নানা দুর্গতি হইল।]

৫৮

শ্রীরাধার উক্তি ॥ গুরুজন গঞ্জনে ॥

একে কাল হৈল মোরে নহলি জোবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল ॥

আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সঞে মুঞি বঞো একাকিনী।
এমন জনেক নাহি কহোঁ জে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাহি সবে একজন॥

[এত কাল…কাহিনী—এতদিন ধরিয়া একাকিনী আছি, মনের দুঃখ বলিবার মত কেহ নাই। সঞে—হইতে। কহোঁ—বলিব।]





মাথুর বিরহ

৫৯

শ্রীরাধার উক্তি

পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরানী॥
পরশ সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া সাগরে॥
গরল গুলিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥
চণ্ডিদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণ নিধি আপনি মিলিবে॥

[সোঙরি—স্মরণ করিয়া। ঝুরে—কাঁদে।]

৬০

শ্রীরাধার উক্তি

ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়ি জাঙ পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দেঙ ঝাঁপ না জানো সাঁতার।
কলসে কলসে সেঁচো না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাথের পরশ মণি হারাইলুঁ হেলে॥
আগুনিতে দেঙ ঝাঁপ আগুনি নিভায়।
পাষাণেতে দেঙ কোল পাষাণ মিলায়॥
তরুতলে জাঙ বড়াই সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুঞি মরোঁ সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বঁধু নাহি ঘরে॥

৬১

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

অকথন বেয়াধি কহনে নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ধুলায় লুটায়॥

আটাম

পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা কালা কহ দেখি সখি ॥
চণ্ডিদাস কহে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া ॥

৬২

শ্রীরাধার উক্তি ॥ দূতী প্রেরণ ॥

সখি কহিবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র দৈবে শুখায়ল
পিয়াসে পরাণ যায় ॥
সখি ধরিবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজিবি
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করিল বাদ ॥
সখি আমি সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহে শতগুণ
সহন নাহিক যায় ॥
সখি বুঝিয়া কানুর মনে।
যেমন করিলে আইসে সেজন
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে ॥

[বিহি—বিধি।]



মিলন

৬৩

শ্রীরাধার উক্তি

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম ক্রোড়ে॥
কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥

মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডিদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

৬৪

মিলন

ব্রজবাসীগণে আনন্দ দিয়া।
আনন্দে মগন নন্দ দুলালিয়া॥
সুখেতে করিলা ভোজন পান।
রতন পালঙ্কে শুইলা কান॥
চরণ সেবয়ে কিঙ্করীগণে।
বড়ু চণ্ডিদাস এ রস ভণে॥




বিদ্যাপতি



শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

১

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

কি লাগি কৌতুক দেখলোঁ সখি
নিমিখ লোচন আধ ।
মোর মন মৃগ মরম বেধল
বিষম বান বেআধ ॥
গোরস বিরস বাসী বিসেখল
ছিকহু ছাড়ল গেহ ।
মুরলি ধুনি সুনি মো মন মোহল
বিকহু ভেল সন্দেহ ॥
তীর তরঙ্গিনি কদম্ব কানন
নিকট জমুনাঘাট ।
উলটি হেরইত উলটি পরলওঁ
চরণ চীরল কাঁট ॥

সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
বিদ্যাপতি ভন সার।
কংস দলন গুপাল সুন্দর
মিলল নন্দকুমার॥

সখি, কি লাগিয়া নিমেষের জন্য আধ নয়নে কৌতুক (কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণকে) দেখিলাম। ব্যাধ (মদন) বিষম বাণে আমার মন-মৃগীর মরম বিদ্ধ করিল। গোদুগ্ধ বিরস বাসী হইবে জানিয়া সরল মনে ঘর ছাড়িয়াছিলাম। মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া মন মুগ্ধ হইল। বিক্রয়ে বাধা পড়িল। যমুনার ঘাটের নিকটে তরঙ্গিণী-তীরে কদম্ব কাননে শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়া দেখিতে ঘুরিয়া পড়িলাম। কাঁটায় পা চিরিয়া গেল। সুন্দরি, শোন। বিদ্যাপতি সারকথা বলিতেছেন—তোমার সুকৃতির সুফলে কংস-দলন সুন্দর গোপাল নন্দকুমারের দেখা পাইলে।

২

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

হমে হসি হেরলা থোরা রে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে॥
হেরি তহি হরি ভেল আনে রে।
জনু মনমথে মন বেধল বানে রে॥
লখল ললিত তনু গাতে রে।
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে॥
তনু পসরল বিন্দুরে।
লেউছি নড়াওল সনখত ইন্দুরে॥

ছেষট্টি

কাঁপল পরম রসালে রে।
জনু মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে ॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে রে।
করত কমলমুখী হরি সাবধানে রে ॥

সখি, (হরি) হাসিয়া আমাকে ঈষৎ দেখিলেন। আমার কৌতুক সফল হইল। হরি আমাকে দেখিয়া যেন আনমনা হইলেন। যেন মদন তাঁহার মনে বাণ বিদ্ধ করিল। তাঁহার সুন্দর দেহ দেখিলাম। মনে হইল পদ্মপত্র স্পর্শ করিলাম। তাঁহার দেহে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, যেন নক্ষত্র-বেষ্টিত চাঁদ নিছিয়া ফেলিল। (হরি) পরম রসভরে কাঁপিয়া উঠিলেন, যেন মদনের মন্ত্র জপরত তমাল গলিয়া গেল। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন—হরি কমলমুখীকে সচেতন করিতেছেন। তাহার মনে মদনকে জাগাইতেছেন।

৩

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনু সে চাঁদ চকোর ॥
ততহু সয়ঁ হটি মো আনল
ধএল চরণন রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি ॥

মাধব বোলল মধুর বাণী
সে সুনি মুঁদু মোয় কান ॥
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পঁচ বান ॥
তনু পসেব পসাহনি ভাসলি
পুলক তইসন জাগু ।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলআ ভাঁগু ॥
ভন বিদ্যাপতি কম্পিত করহো
বোলল বোল ন জায় ।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাঅন
সাম সুন্দর কায় ॥

মুখ নামাইয়া রহিলাম। নয়নচোরকে নিবারণ করিলাম। (তথাপি) চাঁদের উদ্দেশে চকোরের মত প্রিয়তমের মুখরুচি পানের জন্য (আমার চক্ষু) ছুটিয়া গেল। সেখান হইতে (চক্ষুকে) জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিলাম, চরণে চাপিয়া ধরিলাম। (অর্থাৎ নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম)। মত্ত মধুকর উড়িতে পারে না, সেখান হইতেই পাখা মেলিতে থাকে। (আমি পায়ের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, চক্ষু বাঁকা চাহনিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল)। মাধব মধুর বাণী বলিল, দুই কান চাপিয়া ধরিলাম। সেই অবসরে মদন ধনু ধরিয়া আমার প্রতি বিরূপ হইল। ঘামিয়া উঠিলাম, দেহের প্রসাধন ভাসিয়া গেল। দেহে পুলক জাগিল। চুন্ চুন্ করিয়া কাঁচুলী ফাটিয়া গেল, বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কর কাঁপিতেছে, কথা বলা যায় না। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ শ্যামসুন্দর দেহ।

৪

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনি রেহ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সুবেশ॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস॥
বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর।
শূন করলি বিহি মদন ভঁডার॥

সখি, কানুর রূপ কি বলিব? স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কে প্রত্যয় করিবে? সুন্দর দেহ যেন অভিনব জলধর। পরিহিত পীতবসন সৌদামিনী রেখার মত। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, সুবেশ (সুন্দর) মদন কাজলে সাজিল। জাতী ও কেতকী ফুলের সুগন্ধে ভীত মদন ফুলশর ত্যাগ করিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কি আর বলিব (শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইতে) বিধি মদনভাণ্ডার শূন্য করিল।

৫

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

কানু হেরব মনে বড় ছিল সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তবধরি অবুধি মুগুধি হম নারি।
কি কহি কি সুনি কিছু বুঝিএ ন পারি॥

সাওণ ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত্ত ধস ধস করএ পরাণ॥

কী লাগি সজনি দরশন ভেল।
রভসে অপন জীউ পরহাথ দেল॥

না জানু কিএ করু মোহন চোর।
হেরইত প্রাণ হরি লই গেল মোর॥

অত সব আদর গেও দরসাই।
যত বিসরিএ তত বিসর ন জাই॥

বিদ্যাপতি কহ স্থন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারি॥

কানুকে দেখিব মনে বড় সাধ ছিল। দেখিয়া কিন্তু প্রমাদ ঘটিল। সেই হইতে বুদ্ধিহীনা মুগ্ধা নারী আমি কি বলি কি করি কিছুই বুঝিতে পারি না। শ্রাবণের মেঘের মত দুই নয়নে জল ঝরে। অবিরত প্রাণ ধস্ ধস্ করে। সজনি, কি জন্য তাহার দর্শন ঘটিল! খেলার ছলে আপনার জীবন পরের হাতে দিলাম। মোহনচোর (শ্রীকৃষ্ণ) কি করিল জানি না, দেখা হইতেই আমার প্রাণ চুরি করিয়া লইয়া গেল। এত সব আদর দেখাইয়া গেল, যত ভুলিতে চাই, ততই ভুলিতে পারি না। (বেশী করিয়া মনে পড়ে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রমণীমণি শোন, চিত্তে ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

৬

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥

আজু অতি নিয়রে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥

সজনি ও নব নাগর রাজ।
মূল বিনু পরধনে মাগয়ে বেয়াজ॥
পরিচয় নাহি না দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা হেরি নেহারে তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
খনে খনে বৈদগধি কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখি এ পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহ আরতি ওর।
বুঝিয়া না বুঝয়ে ইহ রস ভোর॥

একদিন আমাকে দেখিয়া দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। আর একদিন আমার নাম ধরিয়া মুরলী বাজাইল। আজি অতি নিকটে পরিহাস করিল, জানি না গোকুলে এ কাহার বিলাস। সখি, ঐ নূতন নাগররাজ মূল বিনা পরের ধন অমনি মাগে। (মূল্য না দিয়া পরের দ্রব্য ফাউ চাহিতেছে)। (তাহার সঙ্গে) পরিচয় নাই, অন্য কাজও নাই। অথচ সম্ভ্রমও করে না, লজ্জাও করে না। নিজেকে দেখিয়া আমাকে দেখে এবং বিভোর হইয়া (উদ্দেশে) আলিঙ্গন দান করে। ক্ষণে ক্ষণে রসিক জনোচিত অনুপম কলাকৌশল দেখায়, আমার ঔদার্য্যের (সরলতার) জন্যই এই পরিণাম। বিদ্যাপতি বলিতেছেন— আরতির শেষ, (শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ চরমে পৌঁছিয়াছে) এই মুগ্ধা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না।





শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহু দলবলে দন্দ পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥

শৈশব যৌবনে দেখাদেখি হইল। দুইজনের দলবলে দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল। কখনো কেশ বাঁধে, কখনো এলাইয়া দেয়। কখনো অঙ্গ আবৃত করে, কখনো অঙ্গের বসন খুলিয়া ফেলে। অতি স্থির আঁখি কিছু অস্থির হইল। স্তনোদ্‌গমের স্থলে রক্তিমাভা দেখা দিল। চরণ চঞ্চল ছিল, এখন চিত্ত চঞ্চল হইল। মুদ্রিতনয়ন মনসিজ জাগিল। (ঘুমন্ত মদন জাগিয়া উঠিল, অথবা আনন্দে মদন চক্ষু মেলিল)। বিদ্যাপতি কহিতেছেন—বরণীয় কানু শোন, ধৈর্য্য ধর, আনিয়া মিলাইয়া দিব। (অথবা অন্যে অর্থাৎ দূতী মিলাইয়া দিবে)।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসন ছটাছট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চঁউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥
বালা সৈসব তারুণ ভেট।
লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান।
তরুণিম সৈসব চিহ্নই ন জান॥

নয়ন দুইটি ক্ষণে ক্ষণে প্রান্তকে অনুসরণ করে (কটাক্ষ-ভঙ্গী করে), ক্ষণে ক্ষণে (ভূমিলুণ্ঠিত) বসনের ধূলিতে দেহ ভরিয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে উচ্চহাস্য করে। ক্ষণে ক্ষণে মুচকি হাসে। কখনও দ্রুত চলিয়া যায়, আবার কখনও (সাবধান হইয়া) আস্তে আস্তে চলে। মদনের পাঠশালে প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতেছে। ঈষৎ উদ্ভিন্ন স্তন (আপনার বক্ষদেশ) কখনো আঁচল দিয়া ঢাকে, আবার কখনো মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখে। বালিকার শৈশবের সঙ্গে তারুণ্যের মিলন ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ (শৈশব প্রবল কি কৈশোর প্রবল) লক্ষ্য করিতে পারি না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কানাই, তুমি শৈশব কৈশোর চিনিতে জান না।

দূতীর উক্তি

সৈসব জোবন দুহু মিলি গেল।
স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণিয়ে চাঁদ কএল পরগাস॥
মুকুর লঈ অব করঈ সিঙ্গার।
সখিএ পুছই কৈসে সুরত বিহার॥
নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখল অপুরুব বালা।
সৈসব জোবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেআনি।
দুহু এক জোগ ইহ কে কহ সয়ানি॥

শৈশব যৌবন দুইটি মিলিয়াছে। নয়ন দুইটি শ্রবণের পথ লইয়াছে (চাহনি বঙ্কিম হইয়াছে)। বচনের চাতুরী ও মৃদু মৃদু হাসি (শিখিয়াছে)। দর্পণ লইয়া কেশ ও বেশ রচনা করে। সখীকে জিজ্ঞাসা করে সুরত বিহার কেমন। নির্জ্জনে কতবার নিজ পয়োধর দেখে এবং দেখিয়া হাসে। পয়োধর প্রথমে বদরির মত, পরে নারঙ্গ লেবুর মত হইল। দিনে দিনে অনঙ্গ তাহার অঙ্গ অধিকার করিল। মাধব অপরূপ বালাকে দেখিলাম। শৈশব যৌবন দুই এক হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—তুমি জ্ঞানহীনা, কোন্ চতুরা বলে দুইয়ের এক যোগ (অর্থাৎ দুইএর মিলন নয়, শৈশব চলিয়া গিয়াছে। শ্রীরাধা এখন কিশোরী)।

দূতীর উক্তি

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখন রহু আঁচর হাত।
লাজে সখিগণ ন পুছএ বাত॥
কি কহব মাধব বয়সক সন্ধি।
হেরইত মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তই অব কাম হৃদয় অনুপাম।
রোএল ঘট উচল কএ ঠাম॥
সুনইত রস কথা আপয় চীত।
জইসে কুরঙ্গিণী সুনএ সঙ্গীত॥
সৈসব জৌবন উপজল বাদ।
কেও ন মানএ জয় অবসাদ॥
বিত্মাপতি কৌতুক বলিহারি।
সৈসব সে তনু ছোড় নহি পারি॥

(স্তন) অঙ্কুরের কিছু কিছু উৎপত্তি হইল। চরণের চপল গতি লোচন হইল। (অঙ্গ আবৃত করিবার জন্য) এখন সব সময় আঁচলেই হাত রাখে। লজ্জায় সখীগণকে কথা জিজ্ঞাসা করে না। মাধব, বয়ঃসন্ধির কথা কি বলিব? হেরিয়া মদনের মনও বাঁধা পড়িল। তাইতো কামদেব (তাহার) অনুপম বক্ষস্থলে উচ্চ ভঙ্গিমায় ঘট স্থাপন করিল। হরিণী যেমন (বাঁশীর) গান শোনে, রসের কথা তেমনই মনস্থির করিয়া শোনে। শৈশব যৌবনের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহই জয়-পরাজয় মানিতে চাহে না। বিত্মাপতি বলিতেছেন—বলিহারি কৌতুক, শৈশব সে তনু ছাড়িতে পারিতেছে না।

দূতীর উক্তি

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥
আবে মদন বঢ়াওল দীঠ।
সৈসব সকল চমকি দিল পীঠ॥
সৈসব ছোড়ল শশিমুখি দেহ।
খৎ দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ॥
অব ভেল জৌবন বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ॥
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।
দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ॥
তকর আগে তোহর পরসঙ্গ।
বুঝি করব জে নহ কাজ ভঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন কোয়।
রাধারতন জইসে তুঅ হোয়॥

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর স্থূল হইল। নিতম্ব বাড়িল, কটি ক্ষীণ হইল। এইবার মদন দৃষ্টি দিয়াছে, শৈশব চমকিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। (উদর-নিম্নে) ত্রিবলী রূপ তিনটি রেখার খৎ লিখিয়া দিয়া শৈশব শশিমুখীর দেহ ত্যাগ করিল। এখন যৌবনে দৃষ্টি বঙ্কিম হইল, লজ্জা আসিয়া দেখা দিল, হাসি মিষ্ট হইল। দিনে দিনে অনঙ্গ অঙ্গ অধিকার করিল। দলপতির পরাভবে সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল। (অর্থাৎ শৈশব পলায়ন করায় সমস্ত শৈশব চিহ্ন দূরীভূত হইল)। তাহার আগে তোমার কথা তুলিব, যাহাতে কার্য্য ভঙ্গ না হয় বুঝিয়া তাহাই করিব। সুকবি বিদ্যাপতি প্রকাশ্যেই বলিতেছেন—রাধারত্ন যাহাতে তোমার হয় (সেইরূপ যত্ন লইব)।

দূতীর উক্তি

পীন পয়োধর দূবরি গাতা।
মেরু উপজল কনক লতা॥
এ কাহ্নু কাহ্নু তোরি দোহাঈ।
অতি অপুরুব পেখলি রাঈ॥
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে।
ফুললি মধুরী কমল সঙ্গে॥
লোচন জুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়এ ন পারে॥
ভঁউহক কথা পূছহু জনু।
মদন জোড়ল কাজর ধনু॥
ভন বিদ্যাপতি দূতী বচনে।
এত সুনি কাহ্নু কএল গমনে॥

দুর্ব্বল দেহ, স্থূল পয়োধর, যেন কনকলতায় মেরু (পর্ব্বত) উৎপন্ন হইল। ওহে কানাই, ওহে কানাই, তোমার দোহাই, রাইকে অতি অপরূপ দেখিলাম। মনোহর মুখে অধরের রঙ্গ, যেন কমলের সঙ্গে বাঁধুলী ফুটিয়াছে। ভ্রমরের মত দুইটি নয়ন (ভাববিহ্বল), যেন (দুইটি ভ্রমর) মধুপানে মাতিয়াছে, উড়িতে পারে না। ভ্রূ-যুগলের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রূ-ধনুতে মদন যেন কাজলের গুণ জুড়িয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন— দূতীর বচনে এই সব শুনিয়া কানাই গমন করিল।



১৩

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

অমিয়ক লহরী বম অরবিন্দ।
বিদ্রুম পল্লব ফুয়ল কুন্দ॥
নিরখি নিরখি মৈঁ পুনু পুনু হেরু।
দমন লতা পর দেখল সুমেরু॥
সাঁচ কহওঁ মৈঁ সাখি অনঙ্গ।
চান্দক মণ্ডল জমুনা তরঙ্গ॥
কোমল কনক কেয়া মুতি পাত।
মসি লএ মদনে লিখল নিজ বাত॥
পঢ়হি ন পারিঅ আখর পাঁতি।
হেরইত পুলকিত হো তনু কাঁতি॥
ভনই বিদ্যাপতি কহওঁ বুঝাএ।
থরথ অসম্ভব কে পাতিআএ॥

পদ্ম (মুখ) অমৃত-লহরী উদ্‌গিরণ করিতেছে। প্রবালের পল্লবে (অধরে) কুন্দ (দন্ত-পংক্তি) ফুল ফুটিল। নীরবে

নীরবে আমি বার বার দেখিলাম। দ্রোণ লতিকার (তনুলতার) উপর সুমেরু (পয়োধর) দেখিলাম। সত্য কহিতেছি, মদন সাক্ষী, যমুনা-তরঙ্গে চন্দ্রমণ্ডল অথবা চন্দ্রমণ্ডলে যমুনা-তরঙ্গ (দেখিলাম)। (শ্রীরাধার লাবণ্যমণ্ডিত দেহ চন্দ্রমণ্ডল ও পরিহিত নীল শাড়ী যমুনা-তরঙ্গের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে।) স্বর্ণনির্ম্মিত কোমল কেতকী-পত্রে মদন (রোমাবলীরূপ) মসীর অক্ষরে আপনার কথা লিখিল। অক্ষর পংক্তি পড়িতে পারি না, কিন্তু দেহকান্তি দেখিয়া পুলক জাগে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন— বুঝাইয়া বলি, অর্থ অসম্ভব, কে প্রত্যয় করিবে?

১৪

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘ মাল সয়ঁ তড়িত লতা জনু
হিরদয়ে সেল দঈ গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
এক তনু গোরা কনক কটোরা
অতনুক কাঁচলী উপাম।
হার হরল মন জনু বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম॥

উনআশি

দসন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহি ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পূরল আশা॥

সজনি, ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। মেঘমালা (নীল বসন) সঙ্গে বিদ্যুল্লতা (শ্রীরাধার দেহদ্যুতি) যেন হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। (বক্ষের) আধ অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে। বদনে ঈষৎ হাসি, নয়নে ঈষৎ বঙ্কিম চাহনি। আধ আঁচলে ঢাকা স্তনমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ দেখিলাম। সেই অবধি মদন আমাকে দগ্ধ করিতেছে। একে গৌর দেহ, তাহাতে সুবর্ণের কৌটা (পয়োধর) কাঁচলীরূপে মদন তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হারে মন হরণ করিল। যেন মদন ফাঁস বিস্তার করিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—এই দুঃখ রহিল, দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটিল না।

১৫
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সজনী অপুরুব পেখল রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উঅল
হরিণ হীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনি দও অঞ্জনে রঞ্জই
ভৌঁহ বিভঙ্গ বিলাসা।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাসা॥

গিরিবর গরুঅ পয়োধর পরসিত
গিম গজমোতিক হারা।
কাম কম্বুভরি কনক সম্ভু পরি
ঢারত স্থরধুনি ধারা॥
পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই
সোই পাবএ বহু ভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন অনুরাগী॥

সজনি, অপূর্ব্ব রমণী দেখিলাম। স্বর্ণলতিকাকে অবলম্বন করিয়া অকলঙ্ক চাঁদের উদয় হইয়াছে। নয়ন দুইটিকে কাজলে রঞ্জিত করিয়াছে। ভ্রূ-বিলাসের কি ভঙ্গিমা। মনে হইল চকিত দুইটি চকোরকে বিধাতা কেবল কাজলের পাশে (বন্ধন-রজ্জুতে) বাঁধিয়াছে। গলার গজমতির হার গিরিবরতুল্য গুরু পয়োধরকে স্পর্শ করিয়াছে। মদন যেন শঙ্খ (কণ্ঠ) ভরিয়া সোনার শিবের (স্তনের) উপর উপর (মুক্তাহাররূপ) গঙ্গার জলধারা ঢালিতেছে। যে প্রয়াগ তীর্থে শত যজ্ঞ উদ্‌-যাপন করে, সে (যদি) এই (নায়িকাকে) পায়, তবে তাহাকে বহুভাগ্যবান বলিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—গোকুল-নায়ক গোপীজনেরই অনুরাগী।

১৬
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হৃদয় হনএ পঁচবানে॥
চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখ সসিডর রোঅএ অঁধারা॥

কুচযুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলিঅ আনি কোন দেবা॥
তেঁ সঙকাএ ভুজ পাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে॥
তিতল বসন তনু লাগূ।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগূ॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুণমতি ধনি পুনমত জন পাবে॥

কামিনী স্নান করিতেছে, দেখিতেই মদন হৃদয়ে বাণ হানিল। কেশ হইতে জলধারা ঝরিতেছে, যেন মুখচন্দ্রের ভয়ে অন্ধকার কাঁদিতেছে। স্তনযুগল দুইটি সুন্দর চক্রবাক, তাহাদিগকে নিজ কূলে আনিয়া (একত্রে) কে মিলাইয়া দিয়াছে। যদি আকাশে উড়িয়া যায় এই ভয়ে (বোধ হয়) বাহুডোরে (দুই দিকে দুইটিকে) বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সিক্ত বস্ত্র দেহে লাগিয়া আছে, দেখিয়া মুনিজনের মনেও মন্মথ জাগে। বিদ্যাপতি গাহিতেছেন—গুণবতী ধনীকে পুণ্যবান জনই পাইবে।

১৭

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

নহাই উঠল তীর রাই কমলমুখি
সমুখ হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গ লাজ ধনি নতমুখি
কৈসন হেরব বয়ান॥
সখি হে অপুরুব চাতুরি গোরি।
সবজন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥

তঁহি পুন মোতিহার তোরি ফেঁকল
কহইত হার টুটি গেল।
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরস ধনি লেল ॥
নয়ন চকোর কাহ্নু মুখ সসিবর
কএল অমিয় রস পান।
দুঁহু দুঁহু দরসন রসহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

কমলবদনা রাধা স্নান করিয়া তীরে উঠিয়াই সুন্দর কানাইকে দেখিল। গুরুজন সঙ্গে রহিয়াছে, লজ্জায় মুখ নত করিয়াছে, ধনী কিরূপে (কানাইয়ের) মুখ দেখিবে। সখি, সুন্দরীর অপরূপ চাতুরী দেখ, (আমাদের) সকলকে ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেল। আড় বদনে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখনই মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল—হার ছিঁড়িয়া গেল। (আমরা) সকলে একটি একটি করিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিলাম। ধনী শ্যামকে দেখিয়া লইল। (রাধার) নয়ন-চকোর কানুর মুখচন্দ্রের অমিয় রস পান করিল। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন —দুইজনেই দুইজনের দর্শনে রসকুশলতার পরিচয় দিল।

১৮

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

নাহি উঠল তীরে সে ধনি রাহি।
মঝুমুখ সুন্দরি অবনত চাহি ॥
এ সখি পেখল অপুরুব গোরি।
বল করি চীত চোরায়ল মোরি ॥

একলি চললি ধনি হোই অগুআন।
উমগি কহই সখি করহ পয়ান॥
কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।
আস নিরাস দগধ তনু মোয়॥
কৈসে মিলব হাম সে ধনি অবলা।
চীত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলব বরনারি॥

রাইধনী স্নান করিয়া তীরে উঠিল। সুন্দরী নতমুখে (আড় নয়নে) আমার মুখের দিকে চাহিল। সখি, অপরূপ গৌরাঙ্গীকে দেখিলাম। বলপূর্ব্বক আমার চিত্ত চুরি করিল। (আমাকে দেখিবার জন্য) ধনী একাকিনী (সকল সখীকে ছাড়িয়া) অগ্রসর হইয়া গেল এবং (আমাকে দেখিতে) ফিরিয়া (সখীদিগকে) বলিল—সখি, চলিয়া আইস। কি জানি, ধনী আমার প্রতি অনুরক্ত না বিরক্ত। আশা-নিরাশায় আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। সেই অবলা ধনীকে কিরূপে আমি পাইব। আমার চিত্ত এবং নয়ন দুই-ই তাহাতে (নিবিষ্ট হইয়া) রহিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—শুন মুরারি, ধৈর্য্য ধরিয়া রহ, সেই সুন্দরীকে পাইবে।

১৯

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চন্দ উজোরি॥
কুটিল কটাখ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বরে ভেল॥

ককর রমণি ও কে উহ জান।
আকুল করি গেলি হমারি পরাণ॥
লীলা কমল ভমরা কিএ বারি।
চমকি চললি ধনি চকিত নেহারি॥
তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা।
কনক কমল হেরি কাহে ন লোভা॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেল অপনক আস॥
সে সবে অমিল নিধি দএ গেলি সন্দেস।
কিছু নহি রখলহি রস পরিসেস॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন সর কাহি ন লাগ॥

আমাকে দেখিয়া আড়ালে মুচকিয়া হাসিল। চাঁদ যেন রজনীকে উজ্জ্বল করিল। তাহার কুটিল কটাক্ষের ছটা পড়িয়া গেল। যেন মধুকরমালায় আকাশ ভরিয়া উঠিল। ও কাহার রমণী, কে উহাকে জানে। আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল। (হস্তের) লীলাকমলে কি ভ্রমরকে নিবারণ করিল ? সুন্দরী আমাকে চকিতে দেখিয়া চমকিয়া চলিয়া গেল। (তাহার দ্রুত গমনে) পয়োধরের শোভা প্রকাশিত হইল। কনক কমল দেখিয়া কাহার না লোভ হয় ? আধ-লুকায়িত আধ-প্রকাশিত কুচকুম্ভ আপনার আশা কহিয়া গেল। সে যেন অমিল (দুর্লভ) নিধির বার্ত্তা বলিয়া গেল। রসের আর কিছু পরিশেষ রহিল না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—নব অনুরাগ, গোপন মদন-শর কাহাকে বিদ্ধ করে না ?

দূতী প্রেরণ

২০

শ্রীকৃষ্ণের দূতী॥ শ্রীরাধার প্রতি॥

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কাহ্নু কাহ্নু করি ঝুরএ
সে তুঅ ভাব বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন করিএ
মঝু মন লাগল ধন্দা॥
কেস পসারি জবহুঁ তুহুঁ আছলি
উর পর অম্বর আধা।
সে সব সুমিরি কাহ্নু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হঁসইত কব তুহুঁ দসন দেখাওলি
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয় পসারলি
পুন হেরি সখি কৈলি কোর॥
এতহুঁ নিদেস কহল তোহে সুন্দরি
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহুঁ সূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

সুন্দরি, ধন্য তোর রমণী জন্ম ধন্য। সব জন কানাই কানাই করিয়া আকুল, আর সেই কানাই তোর ভাবে বিভোর।

চাতকের প্রতি চাহিয়া মেঘ পিপাসিত হইল, চাঁদ চকোরের প্রতি চাহিয়া রহিল। তরু লতাকে অবলম্বন করিতে চায়, আমার মনে ধাঁধা লাগিতেছে। যখন তুমি কেশ এলাইয়া বসিয়াছিলে, অর্দ্ধবক্ষে বসন ছিল না। সে সব স্মরণ করিয়া কাঁনাই আকুল হইয়াছে। সুন্দরি, ইহার সমাধান কি বল? হাতে হাত জুড়িয়া ঘুরাইয়া কবে তুমি দশন-বিকাশে হাসিয়াছিলে, কবে আড়ালে (তাহাকে দেখিয়া) আপন হৃদয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছিলে, পুনরায় তাহাকে দেখিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে। সুন্দরি, এই সমস্ত নিদর্শন তোমাকে কহিলাম। জানিয়া ইহার বিধান কর। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—তুমি তাহার প্রাণ-পুতুলি। (তোমা ছাড়া) সে শূন্য কলেবর।

২১

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

হেরি তহি দীঠি চিহ্নসি হরি গোরী।
চাঁদ কিরণ জইসে লুবুধি চকোরী॥
হরি বড় চেতন তোরি বড়ি কলা।
তেসর ন জানএ দুই মন মেলা॥
মোঞে তঞো ভাব লাগি ভল ঢুজনা।
মনসিজ সর সন্ধান তরুণা॥
জীবন মাহ জৌবন দিন চারী।
তথিহি সকল রস অনুভব নারী॥
ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাএ অরজুন কমলা দেই কান্ত॥

সুন্দরি, যেন দেখিয়াই হরিকে চিনিস্ (বরণ করিস্) যেমন লুব্ধা চকোরী চাঁদের কিরণ (আদর করে)। হরি বড় চতুর,

তুইও অত্যন্ত চতুরা, তোদের দুইজনের মনের মিলন যেন তৃতীয় জনে না জানিতে পারে। আমি তাই বলি, দুইজনের ভাল ভাব লাগিয়াছে। মনসিজের নূতন শর সন্ধান। জীবনের মাঝে যৌবন তো দিন চারি। তাহার মধ্যেই রমণীর সকল রসের অনুভব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রসিক জন বুঝ, রায় অর্জ্জুন কমলাদেবীর কান্ত।

২২

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

আজ পেখল ধনি তোহর বড়াই।
তুঅ সম রমণি ভুবনে অরু নাই॥
কত কত রমণি কানুক সঙ্গ।
অনুখন করই তোহর পরসঙ্গ॥
হাম কহল কিছু তোহর সম্বাদ।
চৌদিসি নাহক তোহর মুখ সাধ॥
তুঅ গুণ কহই রমণি গণ আগে।
বুঝলম নিচয় তোহর অনুরাগে॥
ছল ছল নয়ন হরি ভেল আন।
ভাবে ভরল রহু তোহর ধেয়ান॥
ভনই বিদ্যাপতি এহি বিচার।
আবে উচিত ধনি হরি অভিসার॥

সুন্দরি, আজ তোমার গৌরব দেখিলাম। তোমার সমান রমণী আর ভুবনে নাই। কত কত রমণী কানুর সঙ্গিনী, কানু কিন্তু অনুক্ষণ তোমার কথাই বলে। আমি তোমার সংবাদ কিছু বলিলাম। (বুঝিলাম) চতুর্দ্দিকে তোমার মুখ দেখিতেই

নাথের সাধ। রমণীগণের আগে তোমার গুণের কথা বলে। বুঝিলাম তোমার প্রতিই তাহার অনুরাগ। (তোমার প্রসঙ্গ শুনিয়া) ছল ছল নয়ন হরি আনমনা হইল। তোমারই ধ্যানে ভাবে বিভোর হইয়া রহিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—এই বিচার, এখন ধনীর অভিসার করা উচিত॥

শ্রীরাধার দূতী

২৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

দখিন মলয়ানিল বহই অনুকুল
কুসুমিত কানন সাজ।
তৈখন মধুঋতু সকল সুভ হেতু
সমুখে আএল দিজরাজ॥
মাধব সুসুভ করহ পয়ান।
মেলি মধুকর সমুখে সঙ্খপূর
কোকিল মঙ্গল গান॥
তুআ মানস জনু বিপিন দেস তহি
পূরব তুয়া সব কামে।
হমারি মিনতি লেহ তুআ পদে রাখবি
এক করিএ পরণামে॥
বিদ্যাপতি কহ নায়েক সুনি সুনি
চিতক পুতলি জনু ভেল।
নয়ন লোরে ধনি ডুবইত অছলহ
হরি পরি তিরি বধ দেল॥

দক্ষিণ মলয়ানিল অনুকূল বহিতেছে, কুসুমিত কানন সাজিয়াছে। এখন সকল মঙ্গলের আকর বসন্তকাল। সমুখে

চন্দ্রও উদিত হইল। মাধব শুভযাত্রা কর। (শ্রীরাধার কুঞ্জে অভিসার কর।) ভ্রমরগণ মিলিয়া সম্মুখে শঙ্খধ্বনি করিতেছে, কোকিল মঙ্গল গাহিতেছে। তোমার মনলতা বনেই পড়িয়া আছে, সেখানে (চল) তোমার সকল কামনাই পূর্ণ হইবে। আমার মিনতি লহ (রাধাকে) তোমার পায়ে রাখ, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—নায়ক শুনিয়া শুনিয়া চিত্রপুত্তলিকার মত হইল। সুন্দরী নয়নজলে ডুবিয়া আছে, হরির উপর স্ত্রীবধ দিল।

২৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

মাধব, কি কহব সে বিপরীত।
তনু ভেল জর জর ভামিনি অন্তর
চিত বাঢ়ল তসু প্রীত॥
নিরস কমল মুখ কর অবলম্বই
সখি মাঝ বইসলি গোঈ।
নয়নক নীর থির নাহি বাঁধই
পঙ্ক কএল মহি রোঈ॥
মরমক বোল বয়ন নহি বোলএ
তনু ভেল কুহু সসি খীনা।
অবনী উপর ধনি উঠএ ন পারই
ধএলি ভুজা ধরি দীনা॥

তপন কনক তনু কাজর ভেল জনু
অতি ভেল বিরহ হুতাসে।
কবি বিদ্যাপতি মন অভিলাসত
কাহ্ন চলল তসু পাসে ॥

মাধব, সেই বিপরীত কথা কি বলিব। ভামিনীর দেহ মন জর জর হইল। তোমার প্রতি (তাহার) চিত্তের প্রীতি বাড়িল। বিরস কমলমুখ কর অবলম্বন করিল। সখীগণ মাঝে (মুখ লুকাইয়া) বসিল। নয়নের জল স্থৈর্য্য মানে না, ধরণী কর্দ্দমাক্ত হইল। হৃদয়ের কথা মুখে ব্যক্ত করে না। অমাবস্যার চন্দ্রের মত দেহ ক্ষীণ হইল। (ভূমিশয্যা ছাড়িয়া) সুন্দরী উঠিয়া বসিতে পারে না। সখীগণ সেই কাঙ্গালিনীর হাত ধরিয়া উঠায়, তপ্ত-কাঞ্চন দেহ কাজলের ন্যায় মলিন হইল। বিরহের আগুন প্রবল হইল। বিদ্যাপতির মনের অভিলাষ (সহ) কানু তাহার পাশে চলিল।

সখী শিক্ষা

২৫

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

প্রথমহি সুন্দরি কুটিল কটাখ।
জিব জোখ নাগর দে দস লাখ ॥
দেওবি হাস সুধা সম নীক।
জইসন পর হোঁক তইসন বীক ॥
সুনু সুন্দরি নব মদন পসার।
জনি গোপহ আওব বণিজার ॥

রোস দরস রস রাখব গোএ।
ধএলে রতন অধিক মূল হোএ॥
ভলহি ন হৃদয় বুঝাওব নাহ।
আরতি গাহক মহঁগ বেসাহ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানি।
সুহিত বচন রাখব হিয় আনি॥

সুন্দরি, প্রথমে কুটিল কটাক্ষ (নিক্ষেপ করিবি), নাগর (তাহার প্রতিদানে) দশলাখ জীবন তৌল করিবে (ওজন করিয়া দিবে)। (প্রথম মিলনে) সুধাসম সুন্দর হাসি বিতরণ করিবি। যেমন প্রথম (বউনি) পরে সেইরূপ বিক্রয় হয়। সুন্দরি, শোন, মদনের নূতন পসার, সওদাগর (ক্রেতা কানাই) আসিলে লুকাইয়া রাখিও না। (কৃত্রিম) রোষ প্রকাশে রস গোপন করিয়া রাখিও। রত্ন ধরিয়া রাখিলে (তাড়াতাড়ি বেচিতে না চাহিলে) মূল্য অধিক হয়। নাথকে মনের কথা বুঝিতে দিও না। গ্রাহকের আগ্রহেই বেসাতি মহার্ঘ্য হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—চতুরা শোন, সুহৃদের বচন (হিত বচন) হৃদয়ে আনিয়া রাখিতে হয়।

২৬

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

প্রথমহি অলক তিলক লেব সাজি।
চঞ্চল লোচন কাজরে আঁজি॥
জাএব বসনে আঁগ লেব গোএ।
দূরহি রহব তেঁ অরথিত হোএ॥
মোরি বোলব সখি রহব লজাএ।
কুটিল নয়নে দেব মদন জগাএ॥

ঝাঁপব কুচ দরসাওবি কন্ত।
দৃঢ় কএ বাঁধব নীবিহুক অন্ত॥
মান করএ কিছু দরসব ভাব।
রস রাখবতেঁ পুনু পুনু আব॥
হাম কি সিখাওব ও রস রঙ্গ।
অপনহি গুরু ভএ কহত অনঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
নাগরি কামিনি ভাব বুঝাব॥

প্রথমে অলকা তিলকা লইয়া সাজিবে। চঞ্চল লোচন কাজলে অঙ্কিত করিবে। বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া যাইবে। দূরে রহিবে, তবেই সে তোমার প্রার্থী হইবে। সখি, মুখ ফিরাইয়া কথা বলিবে, লাজ দেখাইবে, কুটিল নয়নে চাহিয়া মদন জাগাইয়া দিবে। স্তন ঢাকিবার ছলে কান্তকে দেখাইবে। নীবীর (কটিবন্ধনের) প্রান্ত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে। মান করিবে, কিছু ভাবও দেখাইবে, রস রাখিবে, তবেই সে পুনঃপুনঃ আসিবে। আমি আর কি রঙ্গরস শিখাইব। আপনি মদন গুরু হইয়া কহিয়া দিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—এই রস গান করিতেছি। নাগরী কামিনীর ভাব বুঝাইতেছি।

২৭

সখীর উক্তি

সয়ন সীম রহি আবে।
দূর কর নস সব সকল সভাবে॥
মুখ অবনত তেজ লাজে।
কহ মহি লিখসি চরণ বেআজে॥

রামা বহ পিআ পাসে।
অভিনব সঙ্গম তেজহ তরাসে॥
পিয়া সঁয় পহিলুকি মেলী।
হোউ কমলকে অলি কেলী॥
তরতম তএে কর দূর।
ছৈল ইছহি ছোড়হ চীর মোর॥
বিদ্যাপতি কবি ভাসা।
অভিনব সঙ্গম তেজহি তরাসা॥

শয্যার প্রান্তে থাকিয়া এখন পূর্ব্বের সকল স্বভাব ছাড়। মুখ অবনত (করিও না) লজ্জা ত্যাগ কর। ছল করিয়া চরণে (চরণ অঙ্গুলী দ্বারা) মাটিতে কত লিখিতেছ (আঁচড় কাটিতেছ)। রামা, প্রিয়তমের পার্শ্বে বস। অভিনব সঙ্গমে ভয় ত্যাগ কর। প্রিয়তমের সঙ্গে প্রথম মিলন, কমলের সঙ্গে ভ্রমর মিলিত হউক। তুমি সংশয় দূর কর, রসিক (নাগর) কামনা করিতেছে। আমার বস্ত্র ছাড়িয়া দাও। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—অভিনব সঙ্গমে তরাস (ভয়) ত্যাগ কর।

সখী শিক্ষা

২৮

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।
ধনি বল জানি করব রতি রঙ্গ॥
হঠ করব অতি আরতি পাএ।
বড়হু ভুখল নহি দুহু কর খাএ॥

চেতন কাহ্নু তোঁহহি অতি আথি।
কে নহি জান মহত নব হাথি॥
তুঅ গুন গন কহি কত অনুরোধি।
পহিলহি সবহি হললি পরবোধি॥
হঠ নহি করব রতী পরিপাটি।
কোমল কামিনি বিঘটতি সাটি॥
জাবে রভস সহ তাবে বিলাস।
বিমতি বুঝিঅ জঁয় ন জাওব পাস॥
ধসি পরিহরি নহি ধরবিএ বাহু।
উগিলল চাঁদ গিলএ জনি রাহু॥
ভনই বিদ্যাপতি কোমল কাঁতি।
কৌসল সিরিস সুমন অলি ভাঁতি॥

প্রথম সমাগম, ক্ষুধার্ত্ত মদন, সুন্দরীর শক্তি জানিয়া রতি রঙ্গ করিবে। অতি আকুলতায় বল প্রয়োগ করিও না। অতি ক্ষুধাতুরও দুই হাতে খায় না। কানাই, তুমি তো অতি চতুর, কে না জানে (কৌশলে) মাহুত হাতীকে নম্র করে। তোমার গুণ গান করিয়া কত বুঝাইলাম। প্রথমেই সখীরা প্রবোধ দিয়াছে। রতি পরিপাটি পাইতে হইলে বল প্রকাশ করিও না। কোমলা কামিনীর শাস্তি ঘটিবে। যতক্ষণ সোহাগ সহ্য করিবে, ততক্ষণ বিলাস করিও। অসম্মতি বুঝিলে পরশে যাইও না। ছাড়িয়া দিয়া আবার হাত ধরিও না। চাঁদকে উগারিয়া দিয়া পুনরায় (তখনই) রাহু তাহাকে গ্রাস করে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কোমলকান্তি কামিনীর সঙ্গে শিরীষ কুসুম ও ভ্রমরের কৌশল অবলম্বন করিও।



মিলন

২৯

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

সুন্দরি চললিহ পহু ঘরনা।
চহু দিস সখি সব কর ধরনা॥
জাইতহু লাগু পরম ডরনা।
জইসে সসি কাঁপ রাহু ডরনা॥
জাইতহি হার টুটিএ গেলনা।
ভূখন বসন মলিন ভেলনা॥
রোএ রোএ কাজর বহাএ দেলনা।
অদকঁহি সিন্দুর মেটাএ দেলনা॥
ভনই বিদ্যাপতি গাওলনা।
দুখ সহি সহি সুখ পাওলনা॥

সুন্দরী প্রভুর গৃহে চলিল। চারিদিকে সখীগণ হাত ধরিল। যাইতে প্রেমভীতি লাগিল, যেমন রাহুর ভয়ে চন্দ্র কাঁপে। গমন-পথে হার ছিঁড়িয়া গেল। বসন-ভূষণ মলিন হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাজর বহাইয়া দিল। আতঙ্কে সিন্দূর মুছিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—দুঃখ সহিয়া সহিয়া (প্রথম মিলনের) সুখ পাইল।

৩০

শ্রীরাধার উক্তি

অহে সখি অহে সখি লএ জনি জাহ।
হম অতি বালিক আকুল নাহ॥
গোট গোট সখি সব গেলি বহরায়।
বজর কিবাড় পহু দেলহ্নি লগায়॥
তেহি অবসর পহু জাগল কন্ত।
চার সম্ভারলি জিউ ভেল অন্ত॥
নহি নহি করএ নয়ন ঢর লোর।
কাঁচ কমল ভমরা ঝিক ঝোর॥
জইসে ডগমগ নলিনিক নীর।
তইসে ডগমগ ভেল সরীর॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজ।
আগি জারি পুনি আগক কাজ॥

ওগো সখি, ওগো সখি, আমাকে লইয়া যাইও না। আমি অতি বালিকা, নাথ (মাধব) আকুল। গুটি গুটি সখী সব বাহির হইয়া গেল। প্রভু বজ্রকবাট লাগাইয়া দিল। সেই অবসরে প্রাণকান্ত জাগিল (কামাসক্ত হইল), বস্ত্র সম্বরণ করিতেই আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম ঘটিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া না না বলিলাম, ভ্রমর কমলকলিকা আকর্ষণ করিতে লাগিল। পদ্মপত্রের উপর জল যেমন টলমল করে, তেমনই আমার দেহ (ঘামে) টলমল করিতে লাগিল (অথবা কাঁপিতে লাগিল)। কবিরাজ বিদ্যাপতি বলিতেছেন—শোন, অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পুনরায় অগ্নিতেই তাহার প্রতিকার হয়।

৩১

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

কত অনুনয় অনুগত অনুরোধি।
পতি গৃহ সখিহ্নি সুতাওলি বোধি॥
বিমুখি সুওলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাবএ কোএ॥
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেলন মিলএ দেলহ হিম কোটি॥
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর ডর সসি বেকত ন হোএ॥
ভুজযুগ চাঁপ জীব জেঁা সাঁচ।
কুচ কঞ্চন কোরীফল কাঁচ॥
লগ নহিঁ সরএ করএ কসি কোর।
করে কর বারি করহি কর জোর॥
এতদিন সৈসব লাওল সাঠ।
অব ভএ মদন পঢ়াওব পাঠ॥
গুরুজন পরিজন ডুঅও নেবার।
মোহর মুদল অছি মদন ভঁডার॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহো রসভান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা বিরমান॥

কত অনুনয়, অনুরোধ করিয়া সঙ্গে গিয়া প্রবোধ দিয়া সখীগণ (শ্রীরাধাকে) পতিগৃহে (শ্রীকৃষ্ণের বিলাসকুঞ্জে) শয়ন করাইল। ধনী বিমুখী হইয়া শুইল, সম্মুখীন হয় না। যে দল রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়াছে, তাহাদিগকে কে ফিরাইতে পারে ?

পতি তরুণ, বিলাসিনী বালিকা, কোটি সুবর্ণ দিলেও মিলনে মিলে না (সম্মত হয় না), বদনে বসন দিয়া ঢাকিয়া রাখে। বাদলের ভয়ে চাঁদ প্রকাশ পায় না। কাঁচা কুল ফলসদৃশ কাঞ্চন পয়োধর যুগলকে বাহুতে চাপিয়া প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে। কোলে টানিয়া লইলেও কাছে আসে না। হাত দিয়া হাত ঠেলিয়া দেয়, হাত জোড় করে (অনুনয় করে)। এতদিন শৈশব সঙ্গী ছিল, এখন মদন আসিয়া পাঠ শিখাইবে। এতদিন গুরুজন ও পরিজন উভয়েরই নিবারণে মদনের ভাণ্ডার মোহর দিয়া মুদ্রিত ছিল (বন্ধ ছিল)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন— লখিমা-রমণ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৩২

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

জতনে আএলি ধনি সয়নক সীম।
পাঁগুর লিখি খিতি নত রহু গীম॥
সখি হে পিয়া পাস বৈঠলি রাহি।
কুটিল ভৌহ করি হেরইছি কাহি॥
নবি বর নারি পহিল পিয়া মেলি।
অনুনয় করইত রাত আধ গেলি॥
কর ধরি বালমু বৈসাওল কোর।
এক পএ কহ ধনি নহি নহি বোল॥
কোর করইত মোড়ঈ সব অঙ্গ।
প্রবোধ ন মানু জনু বাল ভুজঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি নাগরি রামা।
অন্তর দাহিন বাহর বামা॥

(সখীগণের) যত্নে ধনী শয্যার প্রান্তে আসিল। পদাঙ্গুলি দিয়া মাটিতে লিখিতে লাগিল, মুখ নামাইয়া রহিল। সখি,

প্রিয়তমের পার্শ্বে রাধা বসিল। ভুরু বাঁকাইয়া কাহাকে দেখিতেছে? নবীনা বরনারী, প্রিয়সহ প্রথম মিলন, অনুনয় করিতেই অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল। বল্লভ করে ধরিয়া কোলে বসাইল, ধনী একাদিক্রমে না না বলিতে লাগিল। কোলে করিতেই সর্ব্ব অঙ্গ মুড়িতে লাগিল (অস্থির হইয়া পিছলাইয়া পড়িতে চাহিল)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—নাগরী রমণী, অন্তরে অনুকূলা, বাহিরে বামা।

৩৩

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

জখন লেল হরি কঁচুঅ অছোড়ি।
কত পরজুগতি কএল অঙ্গ মোড়ি॥
তখনুক কহিনী কহহি ন জাএ।
লাজে সুমুখি ধনি রহলি লজাএ॥
কর ন মিঝায় দূর জর দীপ।
লাজে ন মরএ নারি কঠজীব॥
অঙ্কম কঠিন সহএ কে পার।
কোমল হৃদয় উখড়ি গেল হার॥
ভনই বিদ্যাপতি তখনুক ভান।
কওন কহলি সখি হোএত বিহান॥

যখন হরি কাঁচুলি কাড়িয়া লইল, ধনী অঙ্গ মুড়িয়া কত রকমে বাধা দিল। তখনকার কথা বলা যায় না। ধনী সম্মুখে থাকিল, কিন্তু লাজে লজ্জিতা হইয়া রহিল। দীপ দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া নিভানো যায় না। নারীর কঠিন প্রাণ

লজ্জায় মরে না। কঠিন আলিঙ্গন কে সহিতে পারে? কোমল বক্ষে হার লাগিয়া চিহ্ন হইয়া গেল। বিদ্যাপতি তখনকার ভাব বলিতেছেন—কোন সখী তো কহে না যে বিহান হইল (তাহা হইলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়)।

মিলনান্তে

৩৪

শ্রীরাধা ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তি

সখীর উক্তি ঃ

আজু দেখিএ সখি বড় অনমনি সনি
বদন মলিন সন তোরা।
মন্দ বচন তোহি কৌন কহল অছি
সে ন কহিএ কিছু মোরা॥

রাধার উক্তি ঃ

আজুক রয়নি সখি কঠিন বিতল অছি
কাহ্নু রভস কর মন্দা।
গুন অবগুন পহু একও ন বুঝলনি
রাহু গরাসল চন্দা॥

সখীর উক্তি ঃ

অধর সুখাএল কেস অরু ঝাএল
ঘাম তিলক বহি গেলা।
বারি বিলাসিনি কেলি ন জানথি
ভাল অরুণ উড়ি গেলা॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
তাহি করব কিএ বাধে।
জে কিছু পহু দেল অ্াঁচর ঝাঁপি লেও
সখি সভ কর উপহাসে॥

সখী—সখি, আজ তোমাকে বড় আনমনা দেখিতেছি, বদন মলিন হইয়াছে। কেহ কি তোমাকে মন্দ কথা বলিয়াছে? সে কথা কি আমাকে কিছু বলিবে না?

শ্রীরাধা—সখি, আজিকার রাত্রি বড় কষ্টেই কাটিয়াছে। কানু নিষ্ঠুরভাবে বিলাস করিয়াছে। প্রভু গুণ অবগুণ কিছু বুঝিল না, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল।

সখী—অধর শুকাইয়াছে, কেশ এলাইয়াছে, ঘামে তিলক ভাসিয়া গিয়াছে। বিলাসিনী বালিকা কেলি জানে না, ললাটের সিন্দূর মুছিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বর যুবতি শোন, তাহাতে (কানাই-এর বিলাসে) কি করিয়া বাধা দিবে? প্রভু যাহা দিয়াছেন—(তাহার প্রদত্ত রতিচিহ্ন) আঁচলে ঝাঁপিয়া লও (লুকাইয়া রাখ), সখীগণ উপহাস করিতেছে।





অভিসার

৩৫

দূতীর উক্তি

চল চল সুন্দরি সুভ কর আজ।
ততমত করইত নহি হো কাজ॥
গুরুজন পরিজন ডর করু দূর।
বিনি সাহস সিধি আস ন পূর॥
বিনি জপলে সিধি কেও নহি পাব।
বিনু গেলে ঘর নিধি নহি আব॥
ও পরবল্লভ তোঁহি পর নারি।
হম পয় মধ দুহু দিস গারি॥
তোঁহ হুলি দরসন ইহ মন লাগ।
তত কএ দেখিঅ জেহন তুঅ ভাগ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
জে অঙ্গীরিয় তাঁ ন গুনিঅ গারি॥

চল চল সুন্দরি, আজ শুভ (অভিসার) কর। ইতস্ততঃ করিলে কাজ হয় না। গুরুজন পরিজনের ভয় দূর কর। সাহস ভিন্ন সাফল্যের আশা পূর্ণ হয় না। বিনা জপে কেহ সিদ্ধিলাভ

করে না, না গেলে (অনুসন্ধান না করিলে) ঘরে নিধি (রত্ন) আপনি আসে না। সে অপরের পতি, তুমি পরনারী, আমি মাঝে থাকিয়া তুই পক্ষের গালি খাই। তোমাতে তাহাতে দর্শন (মিলন) হয়, ইহাই আমার মনের সাধ। (এখন) যেমন তোমার ভাগ্য, তেমনই করিয়া (উপায়) দেখ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রমণীমণি শোন, যাহা অঙ্গীকার করিবে (যাহাতে স্বীকৃত হইবে), তাহাতে গালি গণনা করিবে না (পরনিন্দা গ্রাহ্য করিও না)।

৩৬

দূতীর উক্তি

প্রথম পহর নিসি জাউ।
নিঅ নিঅ মন্দির সুজন সমাউ॥
তম মদিরা পিবি মন্দা।
অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা॥
সুন্দরি চলু অভিসারে।
রস সিংগার সংসারক সারে॥
ওতএ অছএ পিয়া আসে।
এতএ বেঢ়ল গিম মনমথ পাসে॥
সাহসে সাহিঅ অসাধে।
তিলা এক কঠিন পহিল অপরাধে॥
সে সামর তোঞে গোরী।
বীজুরি বলাহক লাগতি চোরি॥
হসি আলিঙ্গন দেসী।
মন ভরি জুবতি জনম সুখ লেসী॥

সব সঙ্কা কর দূর।
কামিনি কন্ত মনোরথ পূর ॥
ভনই বিদ্যাপতি ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমাণে ॥

প্রথম প্রহর রাত্রি অতীত হইল, সুজনেরা নিজ নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিল। তম মদিরা (অন্ধকাররূপ সুরা) পানে মত্ত দুষ্ট চাঁদ এখনই উদিত হইবে। সুন্দরি, অভিসারে চল। শৃঙ্গার রস (উজ্জ্বল রস, মধুর রস) সংসারের সার। ওখানে প্রিয় অপেক্ষা করিয়া আছে, এখানে মদনের পাশ (রজ্জু) গলায় বেড়িয়া ধরিয়াছে। সাহসে অসাধ্য সাধন করা যায়। প্রথম অপরাধ এক তিল হইলেও কঠিন হয়। সে শ্যামল, তুমি গৌরী, (তোমাদের মিলনে) মেঘ ও বিদ্যুতের লুকোচুরি লাগিবে। হাসিয়া আলিঙ্গন দিও, যুবতি, মন ভরিয়া জন্মের সুখ লইও। সব শঙ্কা দূর কর, কামিনীকান্তের মনোরথ পূর্ণ কর। বিদ্যাপতি ভাব বলিতেছেন—রাজা শিবসিংহ লখিমা-দেবীর রমণ।

৩৭

সখীর উক্তি

প্রথম যৌবন নব　　　　গরুঅ মনোভব
ছোটি মধুমাস রজনি।
জাগে গুরুজন গেহ　　　　রাখএ চাহ নেহ
সংসঅ পড়লি সজনি ॥
নলিনী দল নির　　　　চিত ন রহএ থির
তত ঘর তত হো বহার।
বিহি মোর বড় মন্দা　　উগি জনি জাএ চন্দা
সুতি উঠি গগন নিহার ॥

পথহু পথিক সঙ্কা পয় পয় ধএ পঙ্কা
কি করতি ও নব তরুণি।
চলএ চাহ ধসি পুনু পড় খসি খসি
জালক ছেকলি হরিণী ॥
সাএ সাএ কওন বেদন তসু জানে।
নিকুঞ্জ বনহি হরি জাইতি কওন পরি
অনুখন হন পঞ্চবানে ॥
বিদ্যাপতি ভন কি করত গুরুজন
নীঁদ নিরুপন লাগী।
নয়ন নীর ভরি চীর ঝপাবএ
রয়নি গমাবএ জাগী ॥

প্রথম নব যৌবন, মনোভব প্রবল, চৈত্র মাসের ছোট রাত্রি। সখী প্রীতি রাখিতে চায়, (কিন্তু) গৃহে গুরুজন জাগিয়া আছে, সংশয় পড়িল। পদ্মপত্রে জলের মত চিত্ত স্থির থাকে না। এখনই ঘরে, এখনই বাহিরে (ঘর-বাহির করে)। (বলে) বিধি আমার প্রতি বড়ই বাম, চাঁদ না উঠিয়া পড়ে। শুইতে উঠিতে আকাশে চাহিয়া দেখে। পথে পথিকের ভয়, পায়ে পায়ে পঙ্ক লাগে, নবীন যুবতী কি করিবে? দ্রুত চলিতে চায়, পুনরায় টলিয়া পড়ে। (যেন) জালে বন্দিনী হরিণী। তাহার যে শত শত বেদনা, কে জানে? হরি নিকুঞ্জবনে আছেন। সেখানে কেমন করিয়া যাইবে? মদন অনুক্ষণ বাণ হানিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কি করিবে। গুরুজন ঘুমাইল কিনা জানিবার জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়ন বসনে আবৃত করিয়া রজনী জাগিয়া কাটায়।

সখীর উক্তি

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
জলধর বিজুরি উজোর।
তরুণ তিমির নিসি তইঅও চললি জ্ঞাসি
বড় সখি সাহস তোর ॥
সুন্দরি কওন পুরুসধন জে তোর হরল মন
জসু লোভে চলু অভিসার।
অাঁতর দুতর নরি সে কইসে জএবহ তরি
আরতি ন করিঅ ঝাঁপ।
তোরা অছ পাঁচসর তে তোহি নহি ডর
মোর হৃদয় বরু কাঁপ ॥
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জউবতি
সাহস কহহি ন জাএ।
অছএ জুবতি গতি কমলা দেই পতি
মন বস অরজুন রাএ ॥

রাত্রে নিশাচর ও ভয়ঙ্কর সর্প (সকল) ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেঘে বিদ্যুতের চক্‌মকি। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তথাপি চলিয়া যাইতেছিস্! সখি, তোর বড় সাহস! সুন্দরি, সে পুরুষরতন কোন্ জন, যে তোর মন হরণ করিয়াছে? যাহার লোভে অভিসারে চলিলি? মাঝে দুস্তর নদী, তাহা কিরূপে পার হইয়া যাইবে? অনুরাগ গোপন করিও না। তোমার না হয় পঞ্চশর (সঙ্গে) আছে, সেইজন্য ভয় নাই। (কিন্তু) আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ওগো বর

যুবতি, সাহস কহা যায় না। কমলাদেবীর পতি যুবতী জনার গতি অর্জ্জুন রায়ের মনে সাহসের অধিষ্ঠান। (অথবা যুবতি-গতি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ অসমসাহস অর্জ্জুন রায়ের মনে বাস করেন)।

৩৯

শ্রীরাধার উক্তি

পইরি মোয়ঁ অইলিহুঁ তরনি তরঙ্গ।
পথ লাঁঘল সাএ সাহস ভুজঙ্গ॥
নিসি নিসাচল সঞ্চর সাথ।
ভাগ ন মোহি কেহু ধইলিহু হাথ॥
এত কএ অইবিহুঁ জীব উপেখি।
তইঅও ন ভেল মোহি মাধব দেখি॥
তহি নহি পঢ়লিএ মদনক রীত।
পিসুনক বচন কইলি পরতীত॥
দূতী দম্পতি দুঅও অবোধ।
কাজ আলস দুহু পরম বিরোধ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ কএ রহ মিলত মুরারি॥

যমুনা তরঙ্গ পার হইয়া আসিলাম। পথে শত সহস্র সর্প লঙ্ঘিয়া আসিলাম। রাত্রে নিশাচর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল। ভাগ্যে কেহ আমার হাত ধরিল না। এত করিয়া প্রাণ উপেক্ষা করিয়া আসিলাম, তথাপি মাধবের দেখা পাইলাম না। তিনি (মাধব) মদনের রীতি পাঠ করেন নাই। খলের বচনে বিশ্বাস করিয়াছেন। দূতী ও দম্পতি দুইই বোধহীন। কাজ এবং আলস্য দুইটিতে পরম বিরোধ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন— বর নারি শোন, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।



৪০

শ্রীরাধার উক্তি ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥

লোচন অরুণ বুঝল বড় ভেদ।
রঅনি উজাগর গরুঅ নিবেদ ॥
ততহি জাহ হরি ন করহ লাথ।
রঅনি গমওলহ জহ্নিকে সাথ ॥
কুচ কুম্‌কুমে মাখল হিয় তোর।
জনু অনুরাগ রাঁগি করু গোর ॥
আনক ভূসন তোর কলঙ্ক।
বড়ও ভেদ মন্দও পরসঙ্গ ॥
চিটি গুড় চুপড়লি রাড়ক পোরি।
লওলে লাথ বেকত ভেল চোরি ॥
ভনই বিদ্যাপতি বজবহু বাদ।
বড় অপরাধ মৌন পাএ সাধ ॥

চক্ষু রক্তবর্ণ, রজনী জাগিয়াছ, তাই এত গুরুতর আলস্য, রহস্য বুঝিলাম। হরি, ছলনা করিও না, যাহার সঙ্গে রজনী যাপন করিলে তাহার নিকট যাও। (তাহার) কুচ কুম্‌কুম্ তোমার হিয়ায় মাখিয়াছ। (তাহার) অনুরাগ তোমাকে গৌর

বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। অপরের অলঙ্কার তোমার কলঙ্ক হইয়াছে। মন্দ প্রসঙ্গে মহৎও দোষী হয়। ইতরে গুড় চুরি করিয়া আনে, যতই ছলনা করুক, গুড়ে পিপীলিকা লাগে (এবং তাহাতেই) চুরি প্রকাশ পায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(মাধব) কথা কহিও না। গুরু অপরাধে মৌন থাকিতে হয়।

৪১
শ্রীরাধার উক্তি

আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ।
মাধব বুঝল তোহর অনুবন্ধ॥
আসা রাখহ নএন পঠাএ।
কত খন কৌসলে কপট লুকাএ॥
চল চল মাধব তোহ জে সআন।
তাবে বোলিঅ জে উচিত ন জান॥
কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম।
প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম॥
পরিমলে জানিঅ কমল পরাগ।
নয়নে নিবেদিঅ নব অনুরাগ॥
ভনই বিদ্যাপতি নয়নক লাজ।
আদরে জানিঅ আগিল কাজ॥

অধিক আদর দেখাইলেই কাজ হয় না। মাধব, তোমার অনুবন্ধ (কপট অনুনয়) বুঝিলাম। চোখের (কাতর) চাহনিতে আশা রাখিতেছ, কৌশলে কপটতা কতক্ষণ লুকাইবে। যাও যাও মাধব, তুমি বড় চতুর, যে উচিত জানে না, তাহাকে বলিও। কষ্টি পাথরে কষিয়া সোনা চিনিতে হয়, সুপুরুষের

প্রেমের প্রকৃতিতে পরীক্ষা হয়। কমলের পরাগ সুগন্ধে জানা যায়। নব অনুরাগ নয়নের নিবেদনে চিনিতে পারি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—চোখেরই লাজ। (আমার চক্ষুলজ্জা আছে তাই কথা কহিতেছি। তোমার চক্ষুলজ্জা নাই তাই সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ)। (তোমার) আদরে ভবিষ্যতের কাজও জানিলাম।

৪২
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

মানিনি অরুণ পূরব দিসা বহলি সগর নিসা
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেলি কুমুদিনি তইঅও তোহর ধনি
মূদল মুখ অরবিন্দা॥
চাঁদ বদন কুবলয় দুহু লোচন
অধর মধুরি নিরমানে।
সগর শরীর কুসুমে তুঅ সিরিজল
কিএ দহু হৃদয় পসানে॥
অসকতি করহ কঁকন নহি পরিহহ
হার হৃদয় ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপুরুব তুঅ বেবহারে॥
অবগুন পরিহরি হেরহ হরখি ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ণ
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

মানিনি, পূর্ব্বদিক অরুণ বর্ণ হইল, সমস্ত রাত্রি বহিয়া গেল, চন্দ্র আকাশে অস্তমিত হইল। কুমুদিনী মুদিত হইল,

ধনি, তথাপি তোমার মুখপদ্ম প্রকাশিত হইল না। তোমার বদনচন্দ্রের চক্ষু দুইটি নীলপদ্মে এবং অধর বাঁধুলী ফুলে নির্ম্মিত। (বিধাতা) সমস্ত শরীর কুসুমে গড়িয়া তোমার হৃদয় কি পাষাণে গঠন করিল? করের কঙ্কন পরিবার শক্তি নাই, হৃদয়ের হার ভার হইয়াছে। (এত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও) পর্ব্বত সমান গুরুভার মান পরিত্যাগ করিতেছ না। অপরূপ তোমার ব্যবহার। দোষ ত্যাগ করিয়া আনন্দে চাহিয়া দেখ, রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু তোমার মান গেল না। (মানের সীমা তো প্রভাত পর্য্যন্ত)। কবি বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে বলিতেছেন।

৪৩

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

পুরুবক প্রেম অইলহুঁ তুঅ হেরি।
হমরা অবইত বইসলি মুখ ফেরি॥
পহিল বচন উতরো নহি দেলি।
নয়ন কটাক্ষ সয়ঁ জীব হরি লেলি॥
তোঁহ সসিমুখী ধনি ন করিঅ মান।
হমহুঁ ভমর অতি বিকল পরাণ॥
আসা দএ পুন ন করিও নিরাস।
হোউ পরসন মোর পূরহ আস॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু পরমাণ।
তুহু মন উপজল বিরহক বান॥

পূর্ব্বের প্রেমে তোমায় দেখিতে আসিলাম। আমি আসিতে তুমি মুখ ফিরাইয়া বসিলে। প্রথম কথার তো উত্তর

দিলে না, (তাহার উপর) নয়ন-কটাক্ষে প্রাণ কাড়িয়া লইলে। ধনি শশিমুখি, তুমি মান করিও না। আমি ভ্রমর, অতি বিকল-প্রাণ। আশা দিয়া পুনরায় নিরাশ করিও না। প্রসন্ন হও, আমার আশা পূর্ণ কর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—প্রমাণ শোন, দুইজনের মনেই বিরহের বান উপজাত হইল (বিরহ প্রবল হইল)।

৪৪

সখীর উক্তি

মানিনি আব উচিত নহি মান।
এখনুক রঙ্গ এহন সন লগইছি
জাগল পএ পঁচবান॥
জুড়ি রয়নি চকমক কর চাঁদনি
এ হন সময় নহি আন।
এহি অবসর পিয় মিলন জে হন সুখ
জকরহি হোএ সে জান॥
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
করএ মধুর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওলি
ভূখল তুঅ জজমান॥
ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম
উরজ সম্ভু নিরমান।
আরতি পতি মগইছ পরতিগ্রহ
করু ধনি সরবস দান॥

দীপক দিপ সম থির ন রহএ মন
দৃঢ় করু অপন গিআন।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুণ
বিদ্যাপতি কবি ভান॥

মানিনি, এখন মান উচিত হয় না। এখনকার রঙ্গ দেখিয়া মনে হইতেছে, মদন জাগিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ রাত্রি, জ্যোৎস্না চক্‌মক্‌ করিতেছে। এমন সময় আর হয় না। এই অবসরে প্রিয় মিলনে যে সুখ, যাহার হয় সেই জানে। অলি অতি আনন্দে বিলাস করিতে করিতে মধুর মধু পান করিতেছে, সকলেই আপন আপন প্রভুকে ভোজন করাইল (মিলনে তৃপ্ত করিল), কেবল তোমারই যজমান ক্ষুধাতুর (অতৃপ্ত) রহিল। ত্রিবলী তরঙ্গে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে (হার ও রোমাবলীর মিলনে) পয়োধররূপ শম্ভু মূর্ত্তিমান (রহিয়াছেন)। (এখানে দানে মহাপুণ্য হয়, অতএব) তোমার পতি যখন আগ্রহসহকারে দান প্রার্থনা করিতেছেন, (তখন) ধনি তুমি সর্ব্বস্ব দান কর। প্রদীপের শিখার মত মন স্থির থাকিতেছে না, জ্ঞান দৃঢ় কর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সঞ্চিত মদন-বেদনা অতি নিদারুণ হয়।

৪৫

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাস।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাস॥
ঠারি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মুরতি জনু না চল পিছারে॥

কর দুহু ধরি পহু নিঅরে বৈঠায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান জব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা সিবসিংঘ সুনি হরখিত॥

প্রথমে ধনী প্রিয় পাশে উপস্থিত হইল। লাজ-ভয়ে হৃদয় আকুল হইল। রাই দাঁড়াইয়া রহিল, কাঞ্চন-প্রতিমার মত অগ্রসর হয় না, পিছাইয়াও যায় না। দুইটি কর ধরিয়া প্রভু নিকটে বসাইলেন। সলজ্জ কোপে ধনী মুখ লুকায়। বদনের বসন অপসারিত করিয়া কানু মুখ চুম্বন করিলেন, লজ্জায় ধনী মাধবের বুকে মুখ লুকাইল। বিদ্যাপতি কবির এই কৌতুক গান। রাজা শিবসিংহ শুনিয়া হরষিত হইলেন।





আক্ষেপানুরাগ

৪৬

শ্রীরাধার উক্তি

(সখী সম্বোধনে)

প্রথম সমাগম কো নহি জান।
সম কএ তৌলল পেম পরান॥
কসল কসউটা ন ভেল মলান।
বিন হুতবহে ভেল বারহ বান॥
বিকলএ গেলিহু রতন অমোল।
চিহ্নি কহু বণিকে ঘটাওল মোল॥
সুলভ ভেল সখি ন রহএ ভার।
কাচ কনক লএ গাথ গমার॥
ভনই বিদ্যাপতি অসময় বানি।
লাভ লাই গেলাহু মুলহু ভেল হানি॥

প্রথম সমাগম কেহ জানে না। (শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন, সেদিনের কেহ সাক্ষী নাই)। প্রেম এবং জীবন সমান

করিয়া তৌল (ওজন) করিয়াছিলাম। নিকষে কষিয়াও মলিন (প্রমাণিত) হয় নাই। আগুনে না পোড়াইয়াও বারগুণ উজ্জ্বল (মূল্যবান গণ্য) হইয়াছিল। অমূল্য রত্ন বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, বণিক (কানাই) চিহ্নিত করিয়া দিয়া (তাহার বলিয়া জানাজানি হওয়ায়, আমি যে কানাইয়ের এই কলঙ্কে) মূল্য কমাইয়া দিল। সখি, সুলভ হইলে গুরুত্ব থাকে না। গোঁয়ার (গ্রাম্য ব্যক্তি) কাচ এবং কাঞ্চন (একসঙ্গে) লইয়া মালা গাঁথে। বিদ্যাপতি অসময়ের কথা বলিতেছেন—লাভের জন্য গিয়া মূলে (আসলেও) হানি ঘটিল (মূল হারাইলাম)।

৪৭

শ্রীরাধার উক্তি

(শ্রীকৃষ্ণ সম্বোধনে)

মাধব বচন করিঅ প্রতিপালে।
বড় জন জানি সরন অবলম্বলি
সাগর হোএত অতালে॥
ভুবন ভমিএ ভমি তুঅ জস পাওলি
চৌদিসি তোহর বড়াই।
চিত অনুমানি বুঝি গুণ গৌরব
মহিমা কহলো ন জাই॥
আগা সভ কেও সীল নিবেদয়
ফল জানিঅ পরিণামে।
ধড়াক বচন কবহু নহি বিচলয়
নিসিপতি হরিণ উপামে॥

ভনই বিদ্যাপতি   সুন বর জৌবতি
এহ গুণ কোউ ন আনে।
রাএ সিবসিংঘ   রূপনারায়ণ
লখিমা দেই পতি জানে ॥

মাধব, (পূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে, সেই) বচন পালন করিও। (কথা রাখিও)। বড় জানিয়া তোমার শরণ লইয়াছিলাম। সাগর অতলই হয়। (সজ্জনের প্রকৃতি গভীর হয়)। ভুবন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তোমার যশ, চতুর্দ্দিকে তোমার মহত্ত্ব (শুনিতে) পাইলাম। চিত্তে অনুমান করিয়া গুণ গৌরব বুঝিলাম। মহিমা কহা যায় না। প্রথমে সকলেই বিনয় জানায়। (কিন্তু) পরিণামে ফল জানা যায়। মহতের কথার অন্যথা হয় না। উপমা—চন্দ্র এবং হরিণ। (চন্দ্র কলঙ্কের ভয়েও হরিণকে ত্যাগ করে না, মহৎ ব্যক্তিও সেইরূপ শরণাগতকে উপেক্ষা করেন না)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বর যুবতি শোন, এই গুণ অন্য কাহারো নাই। লখিমা-দেবীর পতি রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ জানেন।

৪৮

শ্রীরাধার উক্তি

পহিলি পিরীতি   পরান আঁতর
তখনে অইসন রীতি।
সেঁ আবে কবহু   হেরি ন হেরথি
ভেলি নিম সম তিতি ॥

সজনি জিবথু সএ পচাস।
সহসে রমনি রয়নি খেপথু
মোরাহু তহ্নিক আস॥
কতেক জতনে গউরি অরাধিঅ
মাগিঅ স্বামি সোহাগ।
তসুহু অপন করম ভুঞ্জিঅ
জইসন জকর ভাগ॥
সময় গেলে মেঘে বরীসব
কা দহু তেঁ জলধার।
সিত সমাপনে বসন পাইঅ
তেঁ দহু কী উপকার॥
রয়নি গেলে দীপ নিবোধিঅ
ভোজন দিবস অন্ত।
জউবন গেলে জুবতি পিরিতি
কী ফল পাওত কন্ত॥
ধন অছইত জে নাহি ভোগএ
তা ননে হো পচতাব।
জউবন জীবন বড় নিরাপন
গেলে পালটি ন আব॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জউবতি
সময় বুঝ সয়ান।
রাজা সিবসিংঘ রূপনারায়ণ
লখিমা দেই রমান॥

প্রথম পিরীতি প্রাণ অন্তর ছিল (প্রাণের অধিক ছিল)। তখনকার এই রীতি। সে এখন দেখিয়াও দেখে না। (আমি

তাহার নিকট) নিমের মত তিক্ত হইলাম। সজনি, সে শত পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকুক, সহস্র রমণীর সঙ্গে রজনী যাপন করুক, (তথাপি) আমি তাহারই আশা করি। কত যত্নে গৌরী আরাধনা করিয়া (রমণী) স্বামী সোহাগ কামনা করে, (কিন্তু) সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। যাহার যেমন ভাগ্য। সময় অতীত হইলে মেঘ যদি বর্ষণ করে, সে জলধারায় কি ফল ? শীতের অন্তে বস্ত্র পাইলে কি উপকার হয় ? রাত্রি গেলে প্রদীপ জ্বালিয়া, দিনান্তে ভোজন করিয়া কি ফল ? যৌবন গেলে যুবতীর প্রীতিতে কান্ত কি ফল পায় ? ধন থাকিতে যে ভোগ করে না, সে অনুতপ্ত হয়। যৌবন, জীবন আপনার নয়, গেলে ফিরিয়া আসে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন —শোন, চতুর সময় বুঝে। রাজা রূপনারায়ণ শিবসিংহ লখিমা-দেবীর রমণ।





বসন্ত

৪৯

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নবল কিসোর।
কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন
নব নব প্রেম বিভোর॥
নবল রসাল মুকুল মধু মাতল
নব কোকিলকুল গায়।
নব জুবতিগণ চিত উমতাঅই
নবরস কানন ধায়॥
নব জুবরাজ নবল নব নাগরি
মিলএ নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐসন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

নব বৃন্দাবন, তরুগণ নূতন নূতন, নূতন নূতন বিকসিত ফুল। নূতন বসন্ত নূতন মলয়ানিল, নূতন অলিকুল মাতিল।

মণ্ডল কিশোর বিহার করিতেছেন। (তিনি) কালিন্দীর তীরে শোভাময় কুঞ্জবনে নূতন নূতন প্রেমে বিভোর। নূতন রসাল-মুকুলের মধুতে মাতিয়া নূতন কোকিলকুল গান করিতেছে। উন্মত্তচিত্ত নব যুবতীগণ নূতন রসে মাতিয়া কাননে ছুটিতেছেন। নূতন যুবরাজ নব নব নাগরী, নব নব ভঙ্গীতে মিলিতেছেন। নিত্য নিত্য এইরূপ নূতন নূতন খেলা। দেখিয়া বিদ্যাপতির মন মত্ত হয়।

৫০

মলয় পবন বহ।
বসন্ত বিজয় কহ॥
ভ্রমর করই রোল।
পরিমল নহি ওর॥
ঋতুপতি রঙ্গ দেলা।
হৃদয় রভস ভেলা॥
অনঙ্গ মঙ্গল মেলি।
কামিনি করথু কেলি॥
তরুন তরুনি সঙ্গে।
রইনি খেপবি রঙ্গে॥
বিরহি বিপদ লাগি।
কেসু উপজল আগি॥
কবি বিদ্যাপতি ভান।
মানিনী জীবন জান॥
নৃপ রুদ্র সিংঘ বরু।
মেদিনী কলপ তরু॥

মলয় পবন বহিতেছে, বসন্তের জয় ঘোষণা করিতেছে। ভ্রমর ঝঙ্কার দিতেছে, পরিমলের সীমা নাই। বসন্ত রঙ্গ

(উৎসব) আনিয়া দিল, হৃদয় আনন্দিত হইল। অনঙ্গ মঙ্গলে (অনঙ্গের কল্যাণে, অথবা অনঙ্গের মঙ্গলগান করিতে করিতে) মিলিত হইয়া কামিনী কেলি করুক। তরুণ তরুণী সঙ্গে আনন্দে রজনী যাপন করিবে। বিরহি-বিরহিণীর বিপদ ঘটাইবার জন্য পলাশবনে আগুন লাগিয়াছে। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মানিনী বসন্তকে জীবনস্বরূপ জানে। (কান্ত বসন্ত-প্রভাবে ব্যাকুল হইয়া মানিনীর মান ভাঙ্গাইতে যত্ন লইবে)। রাজা রুদ্রসিংহ মেদিনীর কল্পতরু।

শ্রীরাধার বিরহ

৫১

শ্রীরাধার উক্তি

কালি কহল পিয়াএ সাঁঝহিরে
জাএব মোঁয় মারুঅ দেস।
মোঁয় অভাগলি নহি জানলি রে
সঙ্গ জইতঁও জোগিনী বেস॥
হৃদয় মোর বড় দারুণ রে
পিয়া বিনু বিহরি ন জায়॥
এক সয়ন সখি সুতল রে
আছল বালমু নিসি ভোর।
ন জানল কতিখন তেজি গেল রে
বিছুরল চকেবা জোর॥

শুন সেজ সালয় হিয় রে
পিয়া বিনু ঘর মোঁয় আজি।
বিনতি করহুঁ সহিলোলিনি রে
মোহি দেহ অগিহর সাজি॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
আএ মিলব পিয়া তোর।
লখিমা দেই বর নাগর রে
রাএ সিব সিংঘ নহি ভোর॥

কালি সন্ধ্যায় প্রিয়তম কহিল—আমি মথুরায় যাইব। আমি অভাগিনী জানিলাম না। (জানিলে) যোগিনী বেশে সঙ্গে যাইতাম। আমার হৃদয় বড় কঠিন, প্রিয়-বিরহে বাহির হইয়া যায় না। সখি, বল্লভ এক শয্যায় শয়ন করিয়া সারা রাত্রি ছিল, কখন ত্যাগ করিয়া গেল জানিতে পারিলাম না। চক্রবাক যুগলের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিল। আজি আমার প্রিয়বিহীন গৃহ, শূন্য শয্যা, হৃদয়ে শেলসম বাজিতেছে। সখি, আমি মিনতি করিতেছি, আমার জন্য চিতা সাজাইয়া দাও। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন—তোমার প্রিয় আসিয়া মিলিত হইবেন। লখিমা-দেবীর প্রিয় পতি রাজা শিবসিংহ বিস্মৃত হন না।

৫২

শ্রীরাধার উক্তি

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মানিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুনাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল॥

সূন ভেল মন্দির, সূন ভেল নগরী।
সূন ভেল দসদিস সূন ভেল সগরী॥
কৈসনে জাওব জামুন তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটীর॥
সহচরী সঞে জঁহা করল ফুলবারি।
কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি॥
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহুঁ কান॥

এখন মাধব মথুরায় গেল। গোকুলের রত্ন কে হরণ করিয়া লইল। গোকুলে ক্রন্দন-রোল উঠিল। নয়নের জলে তরঙ্গ বহিতেছে। মন্দির শূন্য হইল, নগরী শূন্য হইল। দশদিক শূন্য হইল, সমস্তই শূন্য মনে হইতেছে। সখীগণের সঙ্গে যেখানে ফুলবাড়ী (নিকুঞ্জ) করিয়াছিলাম (কিংবা সখীগণের সঙ্গে বনমালী যেখানে লীলা করিয়াছিল), তাহা দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মন দিয়া শোন, কানাই কৌতুকে সেখানেই লুকাইয়া আছে।

৫৩

শ্রীরাধার উক্তি

প্রথম সমাগম ভেল রে।
হঠন রয়নী বিতী গেল রে॥
নব তনু নব অনুরাগ রে।
বিনু পরিচয় রস মাগ রে॥
সৈসব পহু তেজি গেল রে।
জৌবন উপগত ভেল রে॥

অব ন জীয়ব বিনু কন্ত রে।
বিরহে জীব ভেল অন্ত রে॥
ভনই বিদ্যাপতি ভাল রে।
সুপুরুখ গুণক নিধান রে॥

যখন প্রথম মিলন হইল, হঠতায় (লজ্জায় বাধা দিতে গিয়া) রাত্রি পোহাইয়া গেল। নবীন বয়স, নূতন অনুরাগ, বিনা পরিচয়ে (ঘনিষ্ঠতা না হইতেই) রস প্রার্থনা করে। প্রভু শৈশবে ত্যাগ করিয়া গেল, (এখন আমার) যৌবন উপস্থিত হইল। কান্ত বিহনে আর বাঁচিব না, বিরহে প্রাণান্ত হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(তিনি) সুপুরুষ গুণনিধান।

৫৪

শ্রীরাধার উক্তি

হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পড়ল জৈসে মালতীমালা॥
কি কহসি কি পুছসি সুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

হরি মথুরায় চলিয়া গেল, আমি কুলবালা (নিরুপায়)। যেমন মালতীর মালা বিপথে পড়িল। কি বলিতেছ?

কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? প্রিয় সজনি, শোন, এই দিন-রজনী আমি কেমন করিয়া কাটাইব ? আমার নয়নের নিদ্রা গেল, মুখের হাসি গেল। সকল সুখ প্রিয়তমের সঙ্গে গেল, কেবল দুঃখই আমার নিকট রহিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুন্দরি, শোন, সুজনের দুঃখ দুই চারিদিন।

৫৫

শ্রীরাধার উক্তি ॥ সখীর প্রতি ॥

নাহ দরস সুখ বিহি কৈল বাদ।
আঁকুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নিহারি চাতক মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকসএ কঠিন পরান॥
স্রবনহি স্যাম নাম করু গান।
সুনইতে নিকসউ কঠিন পরান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারি।
মরন সমাপন প্রেম বিথারি॥

নাথের দর্শন-সুখে বিধাতা বাদ সাধিলেন। বিনা অপরাধে বিধাতা (সুখ) অঙ্কুরেই ভাঙ্গিলেন। সুখময় সাগর মরুভূমি হইল। (জলের আশায়) মেঘ দেখিতে গিয়া চাতক (বজ্রাঘাতে) মরিয়া গেল। হৃদয়ে এক সাধ করিলাম, বিধাতা অন্যরূপ করিল। কঠিন প্রাণ এখনো বাহির হয় না। (সখি) শ্রবণে

শ্যাম নাম গান কর। শুনিতে শুনিতে আমার কঠিন প্রাণ বাহির হউক। বিদ্যাপতি কহিতেছেন—উত্তম পুরুষ এবং রমণী (উভয়েই) প্রেম বিস্তার করিয়াই মৃত্যু বরণ করে (অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত সে প্রেম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না)।

৫৬
শ্রীরাধার উক্তি

কেও সুখে সুতএ কেও দুখে জাগ।
আপন আপন থিক ভিন ভিন ভাগ॥
কি করতি অবলা চেতএ হার।
একহি নগর রে বহুত বেবহার॥
মাজরি তোরি ভমর মধু পীব।
সে দেখি পথিক কণ্ঠাগত জীব॥
কন্তা কন্ত মনোরথ পূর।
বিরহিনি বিরহে বেআকুলি ঝুর॥
বিদ্যাপতি ভন এহু রস জান।
রাএ সিবসিংঘ রূপিনি দেই রমান॥

কেহ সুখে নিদ্রা যায়, কেহ দুঃখে জাগে। আপন আপন ভাগ্য পৃথক পৃথক হয়। অবলা কি করিবে, সাবধানে কণ্ঠহার রক্ষা করে নাই। একই নগরে (সাধু ও চোরের) বিভিন্ন ব্যবহার। মঞ্জরী ভাঙ্গিয়া ভ্রমর মধুপান করে, দেখিয়া প্রবাসীর জীবন কণ্ঠাগত হয়। কান্তা কান্ত মনোরথ পূর্ণ করে। বিরহিণী বিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন— রূপিণী দেবী-রমণ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৫৭

শ্রীরাধার উক্তি

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি হমহু জাএব তনি পাস॥
রখলহি কুবুজা সোঁ লেহ।
হে সখি তেজলনি হমরো সিনেহ॥
কত দিন তাকব বাট।
হে সখি সূন ভেল জমুনা ঘাট॥
ওতহু রহথু গঅ ফেরি।
হে সখি দরসন দেখু এক বেরি॥
ভনই বিদ্যাপতি রূপ।
হে সখি মানুস জনম অনুপ॥

হে সখি, মোহন মধুপুরে বাস করিতেছেন, আমিও তাঁহার নিকট যাইব। হে সখি, কুব্জার সহিত স্নেহ (প্রেম) রাখিলেন, আমার স্নেহ (প্রেম) ত্যাগ করিলেন। কতদিন পথ চাহিয়া রহিব, হে সখি, যমুনার ঘাট শূন্য হইল। হে সখি, একবার তাঁহাকে দেখি, (তাহার পর) আবার ফিরিয়া গিয়া সেখানেই থাকুন। বিদ্যাপতি স্বরূপ কহিতেছেন—হে সখি, মনুষ্য-জন্ম অনুপম।



সখীর উক্তি

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥
অহনিসি গরএ নয়ন জলধার।
খঞ্জনে মিলি উগিলল মোতিহার ॥
কি করতি সসিমুখি কি বোলব আন।
বিনু অপরাধে বিমুখ ভেল কান ॥
বিরহে বিখিন তনু ভেল হরাস।
কুসুম সুখাএ রহল অছি বাস ॥
ঝখইতে সংসয় পরল পরান।
কবহুঁ ন উপসম কর পচবান ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বরনারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি ॥

করতলে লীন মুখচন্দ্র শোভা পাইতেছে, অভিনব পদ্মে কিশলয় মিলিত হইয়াছে। (বিরহিণী শ্রীরাধা করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছেন)। অহর্নিশি নয়নে জলধারা বহিতেছে, যেন খঞ্জন পাখী মুক্তাহার গিলিয়া উদ্‌গিরণ করিতেছে। শশিমুখী কি করিবে, আর কি-ই বা বলিবে? কানাই বিনা অপরাধে বিমুখ হইল। বিরহে ক্ষীণ তনু শীর্ণ হইল, কুসুম শুকাইয়াছে, সুগন্ধমাত্র আছে। শোকে প্রাণ সংশয় পড়িল। পঞ্চবাণ ক্ষণমাত্রও উপশম করে না। (মদন নিরন্তর সন্তাপ দিতেছে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুন্দরি, শোন, ধৈর্য্য ধরিয়া রহ, মুরারি মিলিবে।

৫৯

উদ্ধবের প্রতি সখীর উক্তি

চানন ভেল বিষমসর রে
ভূসন ভেল ভারী।
সপনহুঁ হরি নহি আএল রে
গোকুল গিরধারী॥
একসরি ঠাড়ি কদম তর রে
পথ হেরথি মুরারী।
হরি বিনু হৃদয় দগধ ভেল রে
ঝামর ভেল সারী॥
জাহ জাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর জাহে।
চন্দ্রবদনি নহি জীবতি রে
বধ লাগত কাহে॥
ভনই বিদ্যাপতি তন মন দে
সুনু গুণমতি নারী।
আজ আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝট ঝারী॥

চন্দন দুঃসহ বাণ হইল, ভূষণ ভার হইল। হরি হরি, স্বপ্নেও গিরিধারী গোকুলে আসিল না। রাধা একাকিনী কদম্বতলে দাঁড়াইয়া মুরারির পথপানে চাহিয়া থাকে। হরি বিনা তাহার হৃদয় দগ্ধ হইল, বিরহে (একবস্ত্রা) রাধার পরিহিত শাড়ী মলিন হইয়া গেল। যাও যাও উদ্ধব, তুমি মধুপুরে ফিরিয়া যাও, চন্দ্রবদনী রাধা বাঁচিবে না, বধ কাহাকে লাগিবে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—গুণবতী নারি, তনুমন দিয়া শোন, হরি আজ গোকুলে আসিতেছেন, শীঘ্র শীঘ্র (তাঁহার আসিবার) পথে গিয়া দাঁড়াও।



ভাবোল্লাস

৬০

শ্রীরাধার উক্তি

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া।
পলটি চলব হম ইসত হসিয়া॥
রস নাগরি রমনী।
কত কত জুগতি মনহি অনুমানী॥
আবে সে আঁচর পিয়া ধরবে।
জাএব হম জতন বহু করবে॥
কঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বাঁধব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
রভস মঁগব পিয়া জবহী।
মুখ মোড়ি বিহাসি বোলব নহি নহি॥
সহজহি সুপুরুখ ভমরা।
মুখকমলক মধু পীঅব হমরা॥
তখন হরব মোর গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুঅ ধেয়ানে॥

রসময় (শ্রীকৃষ্ণ) যখন অঙ্গনে আসিবে, আমি ঈষৎ হাসিয়া (বিপরীত দিকে) ফিরিয়া চলিব। রসনাগরী রমণী

(শ্রীরাধা) মনে কত কত যুক্তিই না অনুমান করিতেছেন। আসিয়া সে আমার আঁচল ধরিবে, আমি (ছাড়াইয়া) চলিয়া যাইব। (প্রিয়তম) অনেক যত্ন করিবে। হঠিয়া (প্রেমোন্মত্ত,—চঞ্চল মাধব) যখন (আমার বক্ষের) কাঁচুলি ধরিবে, (আমি) কুটিল কটাক্ষে হাতে (তাহার) হাত ঠেলিয়া নিবারণ করিব। প্রিয়তম যখন আলিঙ্গন মাগিবে, আমি মুখ ফিরাইয়া মুচকি হাসিয়া না না বলিব। (মাধব) সুপুরুষ সহজেই ভ্রমর আমার মুখকমল-মধু পান করিবে। আমি তখন জ্ঞান হারাইব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ধন্য তোমার ধ্যান।





স্বপ্ন-সম্মেলন

৬১

করে কুচমণ্ডল রহলিহুঁ গোএ।
কমলে কনক গিরি ঝাঁপি ন হোএ॥
হরখ সহিত হেরলহিঁ মুখ কাঁতি।
পুলকিত তনু মোর ধর কত ভাঁতি॥
তখনে হরল হরি অঞ্চল মোর।
রসভরে সসর কসনিকের ডোর॥
সপনা একি সখি দেখল মোয় আজ।
তখনুক কৌতুক কহইতে লাজ॥
আনন্দে লোরে নয়ন ভরি গেল।
পেমক আঁকুরে পল্লব দেল॥
ভনই বিদ্যাপতি সপনা সরূপ।
রস বুঝ রূপ নরায়ন ভূপ॥

করে কুচমণ্ডল ঢাকিয়া রহিলাম। পদ্মে (করপদ্মে) সোনার পর্ব্বত (স্তনমণ্ডল) ঢাকা যায় না। (মাধব)

আনন্দে আমার মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিল। আমার পুলকিত দেহ কত ভাবে শোভিত হইল। হরি তখন আমার অঞ্চল হরণ করিল। রসভরে আমার নীবিবন্ধ খসিয়া গেল। সখি, আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম। তখনকার কৌতুক কহিতে লজ্জা হয়। আনন্দাশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া গেল। প্রেমের অঙ্কুর পল্লবিত হইল। বিদ্যাপতি স্বপ্নের স্বরূপ কহিতেছেন। রূপনারায়ণ রাজা রস বুঝেন।





মিলন

৬২

শ্রীরাধার উক্তি

বিহ মোর পরসন ভেল।
হরি মোহি দরসন দেল॥
দেখলি বদন অভিরাম।
পূরল সকল মন কাম॥
জাগি উঠল পঞ্চবান।
বসি নহি রহল গেয়ান॥
ভনই বিদ্যাপতি ভান।
সুপুরুখ ন কর নিদান॥

বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইল। হরি আমাকে দর্শন দিল। তাহার আনন্দদায়ক বদন দেখিলাম। সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইল। মদন জাগিয়া উঠিল। জ্ঞান হারাইলাম। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুপুরুষ কখনো শেষ পর্য্যন্ত ক্লেশ দেন না।

৬৩

শ্রীরাধার উক্তি

আজু রজনী হম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দস দিস ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখবান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু জব পিয়া সঙ্গ হোঅত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুঅ নব নেহা ॥

আজিকার রজনী আমি সৌভাগ্যের সঙ্গে উপভোগ করিলাম। প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দেখিলাম। জীবন যৌবন সফল করিয়া মানিলাম। দশ দিক নির্দ্বন্দ্ব হইল। (জীবনের সকল বাধা অপসারিত হইল)। আজি আমার গৃহ গৃহ বলিয়া মানিলাম, আজি আমার দেহ সার্থক হইল। আজি বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, সকল সন্দেহ

দুরীভূত হইল। সেই কোকিল এখন লাখে লাখে ডাকুক, লাখ চন্দ্র উদিত হউক। মদন লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করুক। মন্দ-মলয় পবন প্রবাহিত হউক। এইবার আমার যখন প্রিয়-সঙ্গ লাভ ঘটিবে, পুনরায় নিজ দেহ সার্থক মনে করিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ধনি, তুমি অল্প ভাগ্যবতী নও, তোমার নিত্য নূতন প্রীতি ধন্য।

৬৪

শ্রীরাধার উক্তি

দারুন বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল॥
ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহ বেয়াধি॥

বসন্তকাল আমাকে যত দুঃখ দিল, হরির মুখদর্শনে সেই সব দুঃখ দূর হইল। আমার হৃদয়ের যত সাধ ছিল, হরির প্রসাদে তাহা সকলই পূর্ণ হইল। হে সখি, আনন্দের সীমা (ওর) কি বলিব, বহু কাল পরে মাধব আমার মন্দিরে উপস্থিত। প্রেমালিঙ্গনে পুলকিত হইলাম, অধর-সুধা পান করিয়া বিরহের জ্বালা দূর হইল। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—আর রোগ (আধি) নাই, ঠিকমত ঔষধ প্রয়োগে ব্যাধি থাকে না।



৬৫

মাধব বহুত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোস গুণ লেস ন পাওবি
জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগনাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির নহ ই ছার॥
কিএ মানুস পসু পাখী ভএ জনমিএ
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনুপুনু
মতি রহ তুঅ পরসঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইত ইহ ভবসিন্ধু।
তুআ পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দিনবন্ধু॥

মাধব, তোমায় বহু মিনতি করিতেছি। তিল তুলসী দিয়া এই দেহ তোমাকে সমর্পণ করিলাম। আমার প্রতি

দয়া ছাড়িও না। যখন তুমি বিচার করিবে, আমার দোষ গণনা করিতে গুণের লেশও পাইবে না। জগতের লোক তোমাকে জগন্নাথ বলে, (তুমিই সেই কথা বলাও) এ অধম তো জগতের বাহির নহে। (তুমিতো আমারও নাথ—জীবন-স্বামী)। কি মানুষ, কি পশু, পাখী অথবা কীট-পতঙ্গ হইয়াই জন্মগ্রহণ করি না কেন, কর্ম্মবিপাকে পুনঃপুনঃ যেমন ভাবেই আসি যাই, যেন তোমার প্রসঙ্গে মতি থাকে। অতিশয় কাতর হইয়া বিদ্যাপতি বলিতেছেন—এই ভবসিন্ধু তরিবার জন্য তোমার পদপল্লব অবলম্বন করিলাম, দীনবন্ধু তিলেকের জন্য তাহা দান কর।

৬৬

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমনি সমাজে।
তোহে বিসারি মন তাহে সমাপলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হম পরিনাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতত্র তোহরি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥

কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর সমানা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমন-ভয়।
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারন ভার তোহারা॥

তপ্ত বালুকা জলবিন্দু যেমন শোষণ করিয়া ফেলে, পুত্র-মিত্র এবং রমণীগণ আমাকে বা আমার মনকে সেইভাবে শোষণ করিয়া ফেলিল। তোমাকে ভুলিয়া মন তাহাতে সঁপিয়া দিলাম, এক্ষণে আমার উপায় কি হইবে। হে মাধব, আমার পরিণাম নৈরাশ্যজনক। কিন্তু তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা এবং দীনের প্রতি করুণাশীল, সেই তোমারই ভরসা করিতেছি। অর্দ্ধেক জন্ম নিদ্রায় কাটাইলাম, বার্দ্ধক্য এবং শৈশবেও কত দিন কাটিয়া গেল। (যৌবনে) রমণীর সহিত সুরতরঙ্গরসে মত্ত হইলাম। তোমাকে আর কখন ভজনা করিব? কত ব্রহ্মা (চতুরানন) বার বার মরিতেছেন, কিন্তু তোমার আদিও নাই—শেষও নাই। তাঁহাতে সমুদ্রের তরঙ্গের মত তোমাতেই উৎপন্ন হইয়া আবার তোমাতেই বিলীন হইতেছেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—অন্তিমকালে শমন-ভয়ে তুমি ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি (সকলকে দিয়া নিজেকে) আদি এবং অনাদির নাথ বলাও, সুতরাং ভব-সমুদ্র পার করিবার ভার তোমাকেই দিলাম।

জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরনক বেরি হেরি কোঈন পুছত
করম সঙ্গ চলি জায়॥
এ হরি, বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।
তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ
জুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পায়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভনহুঁ বিদ্যাপতি লেহ মনে গনি
কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সাঁজক বেরি সব কোই মাগই
হেরইতে তুঅ পদ লাজে॥

যত্নসহকারে পাপকার্য্য দ্বারা যত ধন সংগ্রহ করিলাম, তাহা পরিজনগণ মিলিয়া খাইতেছে। (এখন) মৃত্যুকাল দেখিয়া কেহ আর আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কর্ম্মই সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। হে হরি, তোমার চরণতরীকে বন্দনা করিতেছি। তোমার চরণতরী পরিত্যাগ করিয়া পাপ-সমুদ্র কি উপায়ে পার হইব? যুবতী চিন্তায় মতি আসক্ত রাখিয়া সারা জন্ম আমি

তোমার চরণসেবা করিলাম না। আমি অমৃত ফেলিয়া হলাহল পান করিলাম, সম্পদ্ বিপদ্ হইয়া দাঁড়াইল। বিভাপতি বলিতেছেন—আমার কথায় আর কি কাজ হইবে? তুমি (আমার অবস্থা) স্বয়ং মনে গণনা করিয়া লও, সন্ধ্যা-বেলায় কেহ কি সেবা করিবার কাজ চায়? তোমার চরণ পানে চাহিতেও আমার লজ্জা!

—শেষ—

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয়ের
পক্ষ হইতে শ্রীভারতী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব
সংরক্ষিত এবং ৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬,
মুদ্রণী হইতে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা কর্তৃক মুদ্রিত।